BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

# BUKHARI SHARIF (1st VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : WWW.BANGLAINTERNET.COM

# PART : UJU

# كِتَابُ الْوُضُوْءِ

# উযূ অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

# كِتَابُ الْوُضُوْءِ

# উযূ অধ্যায়

## ٩٦. بَابٌ فِي الْوُضُوْءِ-

مَاجَاءَ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ ، وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَبَيْنَ النَّبِيُّ ﷺ اَنَّ فَرْضَ الْوُضُوْءِ مَرَّةً مَرَّةً وَتَوَضَّأَ اَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ، وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى ثَلَاثٍ ، وَكَرِهَ اَهْلُ الْعِلْمِ الْاِسْرَافَ فِيْهِ وَاَنْ يُجَاوِزُوْا فِعْلَ النَّبِيِّ ﷺ .

### ৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ উযূর বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "(হে মু'মিনগণ !) যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধুবে ও তোমাদের মাথায় মসেহ করবে এবং পা গিরা পর্যন্ত ধুয়ে নেবে।" (৫ ঃ ৬)

আবূ 'আবদুল্লাহ্ বুখারী (র) বলেন, নবী ﷺ বর্ণনা করেছেন ঃ উযূর ফরয হ'ল এক–একবার করে ধোয়া। তিনি দু'–দু'বার করে এবং তিন–তিনবার করেও উযূ করেছেন, কিন্তু তিনবারের বেশী ধৌত করেন নি। পানির অপচয় করা এবং নবী ﷺ-এর আমলের সীমা অতিক্রম করাকে উলামায়ে কিরাম মাকরূহ বলেছেন।

## ٩٧. بَابٌ لَاتُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ-

### ৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবূল হয় না

banglainternet.com

١٣٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ

أَنَّـــهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُـوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتّٰى يَتَـوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ .

১৩৭ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আল-হানযালী (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তির হাদস হয় তার সালাত কবূল হবে না, যতক্ষণ না সে উযূ করে। হাযরা-মাওতের এক ব্যক্তি বলল, 'হে আবূ হুরায়রা ! হাদস কী ?' তিনি বললেন, 'নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু বের হওয়া।'

## ٩٨. بَابُ فَضْلِ الْوُضُوْءِ وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُوْنَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوْءِ –

## ৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ উযূর ফযীলত এবং উযূর প্রভাবে যাদের উযূর অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল হবে

١٣٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ رَقِيْتُ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَلٰى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ أُمَّتِيْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ .

১৩৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র).....নু'আয়ম মুজমির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে মসজিদের ছাদে উঠলাম। তারপর তিনি উযূ করে বললেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন আমার উম্মাতকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে, উযূর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল থাকবে উজ্জ্বল। তাই তোমাদের মধ্যে যে এ উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারে, সে যেন তা করে।'

## ٩٩. بَابُ لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتّٰى يَسْتَيْقِنَ –

## ৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ সন্দেহের কারণে উযূ করতে হয় না যতক্ষণ না (উযূ ভঙ্গের) নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে

١٣٩ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلُ الَّذِيْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّـهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا .

১৩৯ 'আলী (র).....'আব্বাদ ইব্ন তামীম (র)-এর চাচা থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হল যে, তার মনে হয়েছিল যেন সালাতের মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন ঃ সে যেন ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা গন্ধ পায়।

banglainternet.com

## ١٠٠. بَابُ التَّخْفِيْفِ فِي الْوُضُوْءِ

## ১০০. পরিচ্ছেদ ঃ হালকাভাবে উযূ করা

١٤٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ اَخْبَرَنِيْ كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَامَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ صَلّٰى وَرُبَّمَا قَالَ اضْطَجَعَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى ح ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ لَيْلَةً فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَ فِيْ بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوْءًا خَفِيْفًا يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ وَقَامَ يُصَلِّيْ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ فَحَوَّلَنِيْ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ صَلّٰى مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ اَتَاهُ الْمُنَادِيْ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ اِلَى الصَّلَاةِ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرٍو اِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ رُؤْيَا الْاَنْبِيَاءِ وَحْيٌ ، ثُمَّ قَرَاَ اِنِّيْ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ .

১৪০ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র).....ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ ঘুমিয়েছিলেন, এমনকি তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দ হতে লাগল। এরপর তিনি সালাত আদায় করলেন। সুফিয়ান (র) আবার কখনো বলেছেন, তিনি শুয়ে পড়লেন, এমনকি তাঁর নিঃশ্বাসের আওয়ায হতে লাগল। এরপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। অন্য সূত্রে সুফিয়ান (র) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমি এক রাতে আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর কাছে রাত কাটালাম। রাতে নবী ﷺ ঘুম থেকে উঠলেন এবং রাতের কিছু অংশ চলে যাবার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ঝুলন্ত মশক থেকে হাল্কা উযূ করলেন। রাবী 'আমর (র) বলেন যে, হাল্কাভাবে ধুলেন, পানি কম ব্যবহার করলেন এবং সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, তখন তিনি যেভাবে উযূ করেছেন আমিও সেভাবে উযূ করলাম এবং এসে তাঁর বাঁয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। সুফিয়ান (র) কখনো কখনো يسار (বাম) শব্দের স্থলে شمال বলতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ঘুরিয়ে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করালেন। এরপর আল্লাহ্র যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ তিনি সালাত আদায় করলেন। এরপর কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকতে থাকল। এরপর মুয়াযযিন এসে তাঁকে সালাতের কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি তার সঙ্গে সালাতের জন্য রওয়ানা হলেন এবং সালাত আদায় করলেন, কিন্তু উযূ করলেন না। আমরা 'আমর (র)-কে বললাম ঃ লোকে বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চোখ ঘুমায় কিন্তু তাঁর অন্তর ঘুমায় না। তখন 'আমর (র) বললেন, 'আমি উবায়দ ইব্ন 'উমায়র (র)-কে বলতে শুনেছি, নবীগণের স্বপ্ন ওহী। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন - اِنِّيْ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ 'আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যবেহ করছি।' (৩৭ঃ১০২)।

banglainternet.com

## ١٠١. بَابُ اِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ الْاِنْقَاءُ -

## ১০১. পরিচ্ছেদ ঃ পূর্ণরূপে উযূ করা

ইব্ন 'উমর (রা) বলেন, 'ভালভাবে পরিষ্কার করাই হল পূর্ণরূপে উযূ করা।'

١٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَقُلْتُ الصَّلَاةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلّٰى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ اِنْسَانٍ بَعِيْرَهُ فِيْ مَنْزِلِهِ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلّٰى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا .

১৪১ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র).....উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আরাফার ময়দান থেকে রওয়ানা হলেন। গিরিপথে গিয়ে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে পেশাব করলেন। এরপর উযূ করলেন কিন্তু উত্তমরূপে উযূ করলেন না। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত আদায় করবেন কি?' তিনি বললেন ঃ 'সালাতের স্থান তোমার সামনে।' তারপর তিনি আবার সওয়ার হলেন। এরপর মুযদালিফায় এসে সওয়ারী থেকে নেমে উযূ করলেন। এবার পূর্ণরূপে উযূ করলেন। তখন সালাতের জন্য ইকামত দেওয়া হল। তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর সকলে তাদের অবতরণস্থলে নিজ নিজ উট বসিয়ে দিল। পুনরায় ঈশার ইকামত দেওয়া হল। তারপর তিনি ঈশার সালাত আদায় করলেন এবং উভয় সালাতের মধ্যে অন্য কোন সালাত আদায় করলেন না।

## ١٠٢. بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ -

## ১০২. পরিচ্ছেদ ঃ এক আঁজলা পানি দিয়ে দু' হাতে মুখমণ্ডল ধোয়া

١٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُوْرُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ بِلَالٍ يَعْنِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ اَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ اَخَذَ غَرْفَةً مِّنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هٰكَذَا اَضَافَهَا اِلٰى يَدِهِ الْاُخْرٰى فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ ، ثُمَّ اَخَذَ غَرْفَةً مِّنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنٰى ثُمَّ اَخَذَ غَرْفَةً مِّنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرٰى ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ اَخَذَ غَرْفَةً مِّنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُمْنٰى حَتّٰى غَسَلَهَا ثُمَّ اَخَذَ غَرْفَةً اُخْرٰى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ يَعْنِي الْيُسْرٰى ، ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ .

banglainternet.com

১৪২ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রহীম (র).....ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উযূ করলেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল ধুলেন। এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে এরূপ করলেন অর্থাৎ আরেক হাতের সাথে মিলিয়ে মুখমণ্ডল ধুলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে ডান হাত ধুলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে তাঁর বাঁ হাত ধুলেন। এরপর তিনি মাথা মসেহ্ করলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে ডান পায়ের উপর ঢেলে দিয়ে তা ধুয়ে ফেললেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে বাম পা ধুলেন। তারপর বললেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এভাবে উযূ করতে দেখেছি।'

## ١٠٣. بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاعِ -

## ১০৩. পরিচ্ছেদ ঃ সর্বাবস্থায়, এমনকি সহবাসের সময়েও বিস্‌মিল্লাহ্ বলা

١٤٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ .

১৪৩ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র).....ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে যদি বলে, بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا (আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। আল্লাহ্ ! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং যা আমাদেরকে দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ)— তারপর (এ মিলনের দ্বারা) তাদের কিসমতে কোন সন্তান থাকলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

## ١٠٤. بَابُ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ الْخَلَاءِ -

## ১০৪. পরিচ্ছেদ ঃ শৌচাগারে কী বলতে হয় ?

١٤٤ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ تَابَعَهُ ابْنُ عَرْعَرَةَ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ وَقَالَ مُوْسٰى عَنْ حَمَّادٍ إِذَا دَخَلَ . وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ .

১৪৪ আদম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন প্রকৃতির ডাকে শৌচাগারে যেতেন তখন বলতেন, اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ("হে আল্লাহ্! আমি মন্দ কাজ ও শয়তান থেকে আপনার শরণ নিচ্ছি।)" ইব্ন 'আর'আরা (র) শু'বা (র) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেন। গুনদার (র)

banglainternet.com

শু'বা (র) থেকে বর্ণনা করেন, اِذَا اَتَى الْخَلاَءَ (যখন শৌচাগারে যেতেন)। মূসা (র) হাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, اِذَا دَخَلَ (যখন প্রবেশ করতেন)। সা'ঈদ ইব্ন যায়দ (র) 'আবদুল 'আযীয (র) থেকে বর্ণনা করেন, 'যখন প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন।'

## ١٠٥. بَابُ وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلاَءِ-

## ১০৫. পরিচ্ছেদ ঃ শৌচাগারের কাছে পানি রাখা

١٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ الْخَلاَءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوْءًا قَالَ مَنْ وَضَعَ هٰذَا فَاُخْبِرَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ .

১৪৫ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ শৌচাগারে গেলেন, তখন আমি তাঁর জন্য উযূর পানি রাখলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'এটা কে রেখেছে?' তাঁকে জানানো হলে তিনি বললেন ঃ 'ইয়া আল্লাহ্! আপনি তাকে দীনের জ্ঞান দান করুন।'

## ١٠٦. بَابٌ لاَ تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ اِلاَّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ اَوْ نَحْوِهِ-

## ১০৬. পরিচ্ছেদ ঃ মল-মূত্র ত্যাগের সময় কিবলামুখী হবে না, তবে ঘরের মধ্যে দেয়াল অথবা তেমন কোন আড়াল থাকলে ভিন্ন কথা।

١٤٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا .

১৪৬ আদম (র).....আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন শৌচাগারে যায়, তখন সে যেন কিবলার দিকে মুখ না করে এবং তার দিকে পিঠও না করে, বরং তোমরা পূর্ব দিক এবং পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে (এই নির্দেশ মদীনার বাসিন্দাদের জন্য)।

## ١٠٧. بَابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ -

## ১০৭. পরিচ্ছেদ ঃ দুই ইটের ওপর বসে মলমূত্র ত্যাগ করা

١٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ اِذَا قَعَدْتَ عَلٰى حَاجَتِكَ فَلاَتَسْتَقْبِلِ

banglainternet.com

الْقِبْلَةَ وَلاَبَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِيْنَ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ فَقُلْتُ لاَ أَدْرِيْ وَاللهِ قَالَ مَالِكٌ يَعْنِيْ الَّذِيْ يُصَلِّيْ وَلاَ يَرْتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْجُدُ وَهُوَ لاَ صِقٌ بِالْأَرْضِ .

১৪৭ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).....'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'লোকে বলে মল-মূত্র ত্যাগের সময় কিবলার দিকে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে বসবে না।' 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, 'আমি এক দিন আমাদের ঘরের ছাদের ওপর উঠলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখলাম বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে দুটি ইঁটের ওপর তাঁর প্রয়োজনে বসেছেন। তিনি [ওয়াসি (র)-কে] বললেন, তুমি বোধ হয় তাদের মধ্যে শামিল, যারা নিতম্বের ওপর ভর করে সালাত আদায় করে। আমি বললাম, 'আল্লাহ্র কসম! আমি জানি না।' মালিক (র) বলেন, (নিতম্বের উপর ভর করার অর্থ হলো) যারা সালাত আদায় করে এবং মাটি থেকে নিতম্ব না তুলে সিজদা করে।

## ١٠٨. بَابُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ -

## ১০৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের বাইরে যাওয়া

١٤٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيْدٌ أَفْيَحُ فَكَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اُحْجُبْ نِسَاءَكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِيْ عِشَاءً وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيْلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلاَ قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الْحِجَابِ .

১৪৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ-এর পত্নীগণ রাতের বেলায় প্রাকৃতিক প্রয়োজনে খোলা ময়দানে যেতেন। আর 'উমর (রা) নবী ﷺ-কে বলতেন, 'আপনার সহধর্মিণীগণকে পর্দায় রাখুন।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা করেন নি। এক রাতে ঈশার সময় নবী ﷺ-এর পত্নী সাওদা বিন্ত যাম'আ (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়া। 'উমর (রা) তাঁকে ডেকে বললেন, 'হে সাওদা ! আমি কিন্তু আপনাকে চিনে ফেলেছি।' পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার আগ্রহে তিনি এ কথা বলেছিলেন । তারপর আল্লাহ্ তা'আলা পর্দার হুকুম নাযিল করেন।

١٤٩ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ فِيْ حَاجَتِكُنَّ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبَرَازَ .

banglainternet.com

১৪৯ 'যাকারিয়্যা (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন ঃ 'তোমাদের প্রয়োজনের জন্য বের হবার অনুমতি দেয়া হয়েছে।' হিশাম (র) বলেন, অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে।

## ١٠٩. بَابُ التَّبَرُّزِ فِي الْبُيُوْتِ -

## ১০৯. পরিচ্ছেদ ঃ ঘরে মলমূত্র ত্যাগ করা

١٥٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِيْ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْضِيْ حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ .

১৫০ ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র.).....'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আমার বিশেষ এক প্রয়োজনে হাফসা (রা)-এর ঘরের ছাদে উঠলাম। তখন দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে শাম-এর দিকে মুখ করে তাঁর প্রয়োজনে বসেছেন।'

١٥١ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ اَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ قَالَ لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًا عَلٰى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ .

১৫১ ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'একদিন আমি আমাদের ঘরের ওপর উঠলাম। আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'টি ইটের উপর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বসেছেন।

## ١١٠. بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ-

## ১১০. পরিচ্ছেদ ঃ পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা

١٥٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ مُعَاذٍ وَاسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ اَبِيْ مَيْمُوْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ اُجِيْءُ اَنَا وَغُلَامٌ مَعَنَا اِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ يَعْنِيْ يَسْتَنْجِيْ بِهِ .

১৫২ আবুল ওলীদ হিশাম ইব্ন 'আবদুল মালিক (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন তখন আমি ও আরেকটি ছেলে পানির পাত্র নিয়ে আসতাম। অর্থাৎ তিনি তা দিয়ে ইসতিনজা করতেন।

banglainternet.com

## ١١١. بَابُ مَنْ حَمَلَ مَعَهُ الْمَاءَ لِطُهُوْرِهِ، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَلَيْسَ فِيْكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالطَّهُوْرِ وَالْوِسَادِ

## ১১১. পরিচ্ছেদ ঃ পবিত্রতা হাসিলের জন্য কারো সাথে পানি নিয়ে যাওয়া

আবুদ–দারদা (রা) বলেন, তোমাদের মধ্যে কি জুতা, পানি ও বালিশ বহনকারী ব্যক্তি [আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা)] নেই?

١٥٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ مُعَاذٍ وَاسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ مَيْمُوْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَّا مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ .

১৫৩ সুলায়মান ইব্ন হারব (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন তখন আমি এবং আমাদের আর একটি ছেলে তাঁর পিছনে পানির পাত্র নিয়ে যেতাম।

## ١١٢. بَابُ حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الْاِسْتِنْجَاءِ

## ১১২. পরিচ্ছেদ ঃ ইস্তিন্জার জন্য পানির সাথে (লৌহ ফলকযুক্ত) লাঠি নিয়ে যাওয়া

١٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ مَيْمُوْنَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً يَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ تَابَعَهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ الْعَنَزَةُ عَصًا عَلَيْهِ زُجٌّ .

১৫৪ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন শৌচাগারে যেতেন তখন আমি এবং একটি ছেলে পানির পাত্র এবং 'আনাযা নিয়ে যেতাম। তিনি পানি দ্বারা ইসতিন্জা করতেন।

নাযর (র) ও শাযান (র) শু'বা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। হাদীসে বর্ণিত 'আনাযা' ( عَنَزَةٌ ) শব্দের অর্থ এমন লাঠি যার মাথায় লোহা লাগানো থাকে।

## ١١٣. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ

## ১১৩. পরিচ্ছেদ ঃ ডান হাতে ইসতিন্জা করার নিষেধাজ্ঞা

١٥٥ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ .

banglainternet.com

১৫৫ মু'আয ইব্ন ফাযালা (র).....আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন পান করে, তখন সে যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ে। আর যখন শৌচাগারে যায় তখন তার পুরুষাঙ্গ যেন ডান হাত দিয়ে স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দিয়ে যেন ইসতিন্জা না করে।

## ١١٤. بَابٌ لاَ يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ اِذَا بَالَ –

## ১১৪. পরিচ্ছেদ ঃ প্রস্রাব করার সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ ধরবে না

١٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَاْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ ، وَلاَ يَسْتَنْجِيْ بِيَمِيْنِهِ ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ .

১৫৬ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন পেশাব করে তখন সে যেন কখনো ডান হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ না ধরে এবং ডান হাত দিয়ে ইসতিন্জা না করে এবং পান করার সময় যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে।

## ١١٥. بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ –

## ১১৫. পরিচ্ছেদ ঃ পাথর দিয়ে ইসতিন্জা করা

١٥٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لاَيَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ ابْغِنِيْ اَحْجَارًا اَسْتَنْفِضْ بِهَا اَوْ نَحْوَهُ وَلاَ تَاْتِنِيْ بِعَظْمٍ وَلاَ رَوْثٍ فَاَتَيْتُهُ بِاَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِيْ فَوَضَعْتُهَا اِلٰى جَنْبِهِ وَ اَعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضٰى اَتْبَعَهُ بِهِنَّ .

১৫৭ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মক্কী (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। আর তিনি এদিক-ওদিক তাকাতেন না। যখন আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ 'আমাকে কিছু পাথর কুড়িয়ে দাও, আমি তা দিয়ে ইসতিন্জা করব।' (বর্ণনাকারী বলেন), বা এ ধরনের কোন কথা বললেন, আর আমার জন্য হাড় বা গোবর আনবে না।' তখন আমি আমার কাপড়ের কোচায় করে কয়েকটি পাথর এনে তাঁর পাশে রাখলাম এবং আমি তাঁর থেকে সরে গেলাম। তিনি প্রয়োজন শেষে সেগুলো ব্যবহার করলেন।

## ١١٦. بَابٌ لاَ يُسْتَنْجٰى بِرَوْثٍ –

## ১১৬. পরিচ্ছেদ ঃ গোবর দিয়ে ইসতিন্জা না করা

banglainternet.com

١٥٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ لَيْسَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ ، وَلٰكِنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ

الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْغَائِطَ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اٰتِيَهُ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ اَجِدْهُ فَاَخَذْتُ رَوْثَةً فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَاَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَاَلْقَى الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ هٰذَا رِكْسٌ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ .

১৫৮ আবূ নু'আয়ম (র).....'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ একবার শৌচ কাজে যাবার সময় তিনটি পাথর কুড়িয়ে দিতে আমাকে আদেশ দিলেন। তখন আমি দু'টি পাথর পেলাম এবং তৃতীয়টির জন্য খোঁজাখুঁজি করলাম কিন্তু পেলাম না। তাই একখণ্ড শুকনো গোবর নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি পাথর দু'টি নিলেন এবং গোবর খণ্ড ফেলে দিয়ে বললেন, এটা অপবিত্র।

ইবরাহীম ইব্ন ইউসুফ (র), তার পিতা, আবূ ইসহাক (র), 'আবদুর রহমান (র)-এর সূত্রে হাদীসখানা বর্ণনা করেন।

## ١١٧. بَابُ الْوُضُوْءِ مَرَّةً مَرَّةً -

## ১১৭. পরিচ্ছেদ ঃ উযূতে একবার করে ধোয়া

١٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً .

১৫৯ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র).....ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'নবী ﷺ এক উযূতে একবার করে ধুয়েছেন।

## ١١٨. بَابُ الْوُضُوْءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ-

## ১১৮. পরিচ্ছেদ ঃ উযূতে দু'বার করে ধোয়া

١٦٠ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ ابْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ .

১৬০ হুসায়ন ইব্ন 'ঈসা (র).....'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'নবী ﷺ উযূতে দু'বার করে ধুয়েছেন।'

## ١١٩. بَابُ الْوُضُوْءِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا-

## ১১৯. পরিচ্ছেদ ঃ উযূতে তিনবার করে ধোয়া

١٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاُوَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ

banglainternet.com

يَزِيْدَ اَخْبَرَهُ اَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَاَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِاِنَاءٍ فَاَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِى الْاِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّاَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ*وَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلٰكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ ، فَلَمَّا تَوَضَّاَ عُثْمَانُ قَالَ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا لَوْلاَ اٰيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوْهُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَتَوَضَّاُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وَضُوْءَهُ وَيُصَلِّى الصَّلاَةَ اِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا قَالَ عُرْوَةُ الْاٰيَةُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ .

১৬১ 'আবদুল 'আযীয ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আল-উওয়ায়সী (র).....হুমরান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে দেখেছেন যে, তিনি পানির পাত্র আনিয়ে উভয় হাতের তালুতে তিনবার ঢেলে তা ধুয়ে নিলেন। এরপর ডান হাত পাত্রের মধ্যে ঢুকালেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধুয়ে এবং দু'হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিলেন। এরপর মাথা মসেহ করলেন। তারপর উভয় পা গিরা পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিলেন। পরে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আমার মত এ রকম উযূ করবে, তারপর দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে, যাতে দুনিয়ার কোন খেয়াল করবে না, তার পেছনের গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।

ইবরাহীম (র).....ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উরওয়া হুমরান থেকে বর্ণনা করেন, 'উসমান (রা) উযূ করে বললেন, আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস বর্ণনা করব। যদি একটি আয়াতে কারীমা না হত, তবে আমি তোমাদেরকে এ হাদীস বর্ণনা করতাম না। আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে কোন ব্যক্তি সুন্দর করে উযূ করবে এবং সালাত আদায় করবে, পরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত তার মধ্যবর্তী যত গুনাহ্ আছে সব মা'ফ করে দেওয়া হবে। 'উরওয়া (র) বলেন, সে আয়াতটি হল ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ

আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি তা যারা গোপন করে .....(২ ঃ ১৫৯)।

## ١٢٠. بَابُ الْاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوْءِ-

ذَكَرَهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

১২০. পরিচ্ছেদ ঃ উযূর মধ্যে নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা

'উসমান (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা) ও ইব্ন 'আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে এ কথা বর্ণনা করেছেন ঃ

banglainternet.com

١٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ اَنَّهُ سَمِعَ

أَبَاهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ .

১৬২ 'আবদান (র).....আবূ ইদরিস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি উযূ করে সে যেন নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে। আর যে ইসতিন্‌জা করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করে।

## ١٢١. بَابُ الْاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا

## ১২১. পরিচ্ছেদ ঃ (ইস্‌তিনজার জন্য) বেজোড় সংখ্যক ঢিলা–কুলুখ ব্যবহার করা

١٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْهُ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ .

১৬৩ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উযূ করে তখন সে যেন তার নাকে পানি দেয়, এরপর যেন ঝেড়ে নেয়। আর যে ইসতিন্‌জা করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করে। আর তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগে তখন সে যেন উযূর পানিতে হাত ঢুকানোর আগে তা ধুয়ে নেয়; কারণ তোমাদের কেউ জানে না যে, ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত কোথায় থাকে।

## ١٢٢. بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ –

## ১২২. পরিচ্ছেদ ঃ দু'পা ধোয়া এবং মসেহ না করা

١٦٤ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَنَا الْعَصْرُ فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

১৬৪ মূসা (র).....'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ এক সফরে আমাদের পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন, এরপর তিনি আমাদের কাছে পৌঁছে গেলেন। তখন আমরা আসরের সালাত শুরু করতে দেরী করে ফেলেছিলাম। তাই আমরা উযূ করছিলাম এবং (তাড়াতাড়ির কারণে) আমাদের পা মসেহ করার মতো হালকাভাবে ধুয়ে নিচ্ছিলাম। তখন তিনি উচ্চস্বরে বললেন ঃ 'পায়ের গোড়ালীগুলোর জন্য জাহান্নামের আযাব রয়েছে।' দু'বার অথবা তিনবার তিনি একথা বললেন।

banglainternet.com

١٢٣. بَابُ الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوْءِ -

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১২৩. পরিচ্ছেদ ঃ উযূতে কুলি করা

ইব্ন 'আব্বাস (রা) ও 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা) নবী ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

١٦٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِي الْوَضُوْءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৬৫ আবুল ইয়ামান (র).....'উসমান ইব্নে 'আফ্ফান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হুমরান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 'উসমান (রা)-কে উযূর পানি আনাতে দেখলেন। তারপর তিনি সে পাত্র থেকে উভয় হাতের উপর পানি ঢেলে তা তিনবার ধুয়ে ফেললেন। এরপর তাঁর ডান হাত পানিতে ঢুকালেন। এরপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে ফেললেন। এরপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন, এরপর মাথা মসেহ করলেন। এরপর প্রত্যেক পা তিনবার ধোয়ার পর বললেন ঃ আমি নবী ﷺ-কে আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করতে দেখেছি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে এবং তার মধ্যে কোন বাজে খেয়াল মনে আনবে না, আল্লাহ্ তা'আলা তার অতীতের সব গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।'

١٢٤. بَابُ غَسْلِ الْأَعْقَابِ -

وَكَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ إِذَا تَوَضَّأَ -

১২৪. পরিচ্ছেদ ঃ পায়ের গোড়ালী ধোয়া

ইব্নে সীরীন (র) উযূ করার সময় তাঁর আংটির জায়গা ধুতেন।

١٦٦ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُوْنَ مِنَ الْمَطْهَرَةِ ، قَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .

banglainternet.com

১৬৬ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র).....মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকেরা সে সময় পাত্র থেকে উযূ করছিল। তখন তাঁকে বলতে শুনেছি, তোমরা উত্তমরূপে উযূ কর। কারণ আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন ঃ পায়ের গোড়ালীগুলোর জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।

## ١٢٥. بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ-

## ১২৫. পরিচ্ছেদ ঃ চপ্পল পরা অবস্থায় উভয় পা ধোয়া কিন্তু চপ্পলের ওপর মসেহ না করা

١٦٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ اَرْبَعًا لَمْ اَرَ أَحَدًا مِنْ اَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الْاَرْكَانِ اِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبَغُ بِالصُّفْرَةِ ، وَرَأَيْتُكَ اِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ اِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلَّ اَنْتَ حَتّٰى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَمَّا الْاَرْكَانُ فَاِنِّيْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمَسُّ اِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ ، وَاَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَاِنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيْهَا فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَلْبَسَهَا ، وَاَمَّا الصُّفْرَةُ فَاِنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْبَغُ بِهَا فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَصْبَغَ بِهَا ، وَاَمَّا الْاِهْلاَلُ فَاِنِّيْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ حَتّٰى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ .

১৬৭ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....'উবায়দ ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে বললেন, 'হে আবূ 'আবদুর রহমান ! আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখি, যা আপনার অন্য কোন সঙ্গীকে করতে দেখি না।' তিনি বললেন, 'ইব্‌ন জুরায়জ, সেগুলো কি?' তিনি বললেন, আমি দেখি, (১) আপনি তাওয়াফ করার সময় রুকনে ইয়ামানী দু'টি ব্যতীত অন্য রুকন স্পর্শ করেন না। (২) আপনি 'সিবতী' (পশমবিহীন) চপ্পল পরিধান করেন; (৩) আপনি (কাপড়ে) হলুদ রং ব্যবহার করেন এবং (৪) আপনি যখন মক্কায় থাকেন লোকে চাঁদ দেখে ইহরাম বাঁধে; কিন্তু আপনি তারবিয়ার দিন (৮ই যিলহজ্জ) না এলে ইহরাম বাঁধেন না। 'আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন ঃ রুকনের কথা যা বলেছ, তা এজন্য করি যে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ইয়ামানী রুকনদ্বয় ছাড়া আর কোনটি স্পর্শ করতে দেখিনি। আর 'সিবতী' চপ্পল, আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে পশমবিহীন চপ্পল পরতে এবং তা পরিহিত অবস্থায় উযূ করতে দেখেছি, তাই আমি তা পরতে ভালবাসি। আর হলুদ রং, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তা দিয়ে কাপড় রঙিন করতে দেখেছি, তাই আমিও তা দিয়ে রঙিন করতে ভালবাসি। আর ইহরাম,-- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নিয়ে তাঁর সওয়ারী রওনা না হওয়া পর্যন্ত আমি তাঁকে ইহরাম বাঁধতে দেখিনি।

banglainternet.com

## ١٢٦. بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوْءِ وَالْغُسْلِ -

## ১২৬. পরিচ্ছেদ ঃ উযূ এবং গোসলে ডান দিক থেকে শুরু করা

١٦٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُنَّ فِيْ غُسْلِ ابْنَتِهِ اَبْدَانَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا .

১৬৮ মুসাদ্দাদ (র).....উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তাঁর কন্যা [যায়নাব (রা)]-কে গোসল করানোর সময় তাঁদের বলেছিলেন ঃ তোমরা তার ডানদিক এবং উযূর স্থান থেকে শুরু কর।

١٦٩ حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِيْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ .

১৬৯ হাফস ইব্ন 'উমর (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জন করা তথা প্রত্যেক কাজই ডান দিক থেকে শুরু করতে ভালবাসতেন।

## ١٢٧. بَابُ الْتِمَاسِ الْوُضُوْءِ اِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَضَرَتِ الصُّبْحُ فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوْجَدْ فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ-

## ১২৭. পরিচ্ছেদ ঃ সালাতের সময় নিকটবর্তী হলে উযূর পানি তালাশ করা

'আয়িশা (রা) বলেন ঃ একবার ফজরের সময় হল, তখন পানি তালাশ করা হল; কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। তখন তায়াম্মুম (এর আয়াত) নাযিল হল।

١٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوْءَ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَاُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ الْاِنَاءِ يَدَهُ وَاَمَرَ النَّاسَ اَنْ يَتَوَضَّؤُا مِنْهُ قَالَ فَرَاَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ تَحْتِ اَصَابِعِهِ حَتّٰى تَوَضَّؤُا مِنْ عِنْدِ اٰخِرِهِمْ .

১৭০ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখলাম, তখন আসরের সালাতের সময় হয়ে গিয়েছিল। আর লোকজন উযূর পানি তালাশ করতে লাগল কিন্তু পেল না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু পানি আনা হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে পাত্রে তাঁর হাত রাখলেন এবং লোকজনকে তা থেকে উযূ করতে বললেন। আনাস (রা) বলেন, সে সময় আমি দেখলাম, তাঁর আঙ্গুলের নীচ থেকে পানি উথলে উঠছে। এমনকি তাদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত তা দিয়ে উযূ করল।

banglainternet.com

١٢٨. بَابُ الْمَاءِ الَّذِيْ يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الْإِنْسَانِ -

وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا اَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيُوْطُ وَالْحِبَالُ -

وَسُؤْرِ الْكِلَابِ وَمَمَرِّهَا فِى الْمَسْجِدِ -

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ اِذَا وَلَغَ فِىْ اِنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوْءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَقَالَ سُفْيَانُ هٰذَا الْفِقْهُ بِعَيْنِهِ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا وَهٰذَا مَاءٌ وَفِى النَّفْسِ مِنْهُ شَيْئٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ -

১২৮. পরিচ্ছেদ ঃ যে পানি দিয়ে মানুষের চুল ধোয়া হয়

'আতা (র) চুল দিয়ে সুতা এবং রশি প্রস্তুত করায় কোন দোষ মনে করতেন না—

কুকুরের ঝুটা এবং মসজিদের ভিতর দিয়ে কুকুরের যাতায়াত।

যূহরী (র) বলেন, কুকুর যখন কোন পানির পাত্রে মুখ দেয় এবং সে পানি ছাড়া উযূ করার মত অন্য কোন পানি না থাকে, তবে তা দিয়েই উযূ করবে। সুফিয়ান (র) বলেন, হুবহু এ মাসআলাটি বিধৃত হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীতে ঃ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا "তারপর তোমরা যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর।" আর এ তো পানিই। কিন্তু অন্তরে যেহেতু কিছু সন্দেহ রয়েছে তাই তা দিয়ে উযূ করবে, পরে তায়াম্মুমও করবে।

١٧١ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ قُلْتُ لِعَبِيْدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ اَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ اَنَسٍ اَوْ مِنْ قِبَلِ اَهْلِ اَنَسٍ فَقَالَ لَاَنْ تَكُوْنَ عِنْدِىْ شَعْرَةٌ مِنْهُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

১৭১ মালিক ইব্ন ইসমা'ঈল (র).....ইব্ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আবীদা (র)-কে বললাম, আমাদের কাছে নবী ﷺ-এর কেশ রয়েছে যা আমরা আনাস (রা)-এর কাছ থেকে কিংবা আনাস (রা)-এর পরিবারের কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি বললেন, তাঁর একটি কেশ আমার কাছে থাকাটা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা পাওয়ার চাইতে বেশী পসন্দনীয়।

١٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَوَّلَ مَنْ اَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ .

১৭২ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রহীম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মাথা মুড়িয়ে ফেললে আবূ তালহা (রা)-ই প্রথমে তাঁর কেশ সংগ্রহ করেন।

banglainternet.com

## ١٢٩. بَابُ اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ-

## ১২৯. পরিচ্ছেদ ঃ কুকুর যদি পাত্র থেকে পানি পান করে

١٧٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا .

১৭৩ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো পাত্রে যদি কুকুর পান করে তবে তা সাতবার ধুইবে।

١٧٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعْتُ اَبِىْ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً رَاَى كَلْبًا يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَاَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتّٰى اَرْوَاهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَاَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ .

وَقَالَ اَحْمَدُ ابْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتِ الْكِلاَبُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِى الْمَسْجِدِ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ .

১৭৪ ইসহাক (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন ঃ (পূর্ব যুগে) এক ব্যক্তি একটি কুকুরকে পিপাসার তাড়নায় ভিজা মাটি চাটতে দেখতে পেল। তখন সে ব্যক্তি তার মোজা নিল এবং কুকুরটির জন্য কুয়া থেকে পানি এনে দিতে লাগল। এভাবে সে ওর তৃষ্ণা মিটাল। আল্লাহ্ এর বিনিময় দিলেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করলেন ।

আহমদ ইব্ন শাবীব (র).....'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় কুকুর মসজিদের ভিতর দিয়ে আসা-যাওয়া করত অথচ এজন্য তাঁরা কোথাও পানি ছিটিয়ে দিতেন না।

١٧٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ اَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ وَاِذَا اَكَلَ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنَّمَا اَمْسَكَهُ عَلٰى نَفْسِهِ قُلْتُ اُرْسِلُ كَلْبِىْ فَاَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا اٰخَرَ قَالَ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى كَلْبٍ اٰخَرَ .

১৭৫ হাফস ইব্ন 'উমর (রা)..... 'আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর সম্পর্কে) নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন ঃ তুমি যখন তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকার ধরতে ছেড়ে দাও, তখন সে হত্যা করলে তা তুমি খেতে পার। আর সে তার কিছু অংশ খেয়ে ফেললে তুমি তা খাবে না। কারণ সে তা নিজের জন্যই ধরেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কখনো কখনো আমি আমার কুকুর (শিকারে) পাঠিয়ে দেই, এরপর তার সাথে অন্য এক কুকুরও দেখতে পাই (এমতাবস্থায় শিকারকৃত প্রাণীর কি হুকুম) ? তিনি বললেন ঃ তাহলে খেও না। কারণ তুমি বিসমিল্লাহ্ বলেছ কেবল তোমার কুকুরের বেলায়, অন্য কুকুরের বেলায় বিসমিল্লাহ্ বলনি।

banglainternet.com

١٣٠. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوْءَ اِلاَّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ فِيْمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّوْدُ أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ يُعِيْدُ الْوُضُوْءَ -

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلاَةِ أَعَادَ الصَّلاَةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوْءَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ اِنْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلاَ وُضُوْءَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ لاَ وُضُوْءَ اِلاَّ مِنْ حَدَثٍ ، وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ غَزْوَةٍ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضٰى فِيْ صَلاَتِهِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ مَازَالَ الْمُسْلِمُوْنَ يُصَلُّوْنَ فِيْ جِرَاحَاتِهِمْ ، وَقَالَ طَاؤُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوْءٌ ، وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَبَزَقَ ابْنُ أَبِيْ أَوْفٰى دَمًا فَمَضٰى فِيْ صَلاَتِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيْمَنْ احْتَجَمَ لَيْسَ عَلَيْهِ اِلاَّ غَسْلُ مَحَاجِمِهِ .

১৩০. পরিচ্ছেদ ঃ সম্মুখ এবং পেছনের রাস্তা দিয়ে কিছু নির্গত হওয়া ছাড়া অন্য কারণে যিনি উযূর প্রয়োজন মনে করেন না—আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর কারণে ঃ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ "অথবা তোমাদের কেউ শৌচ স্থান থেকে আসে (৪ ঃ ৪৩)।' আতা (র) বলেন, যার পেছনের রাস্তা দিয়ে পোকা বের হয় অথবা যার পুরুষাঙ্গ দিয়ে উকুনের ন্যায় কিছু বের হয়, তার পুনরায় উযূ করতে হবে।

জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, কেউ সালাতের মধ্যে হেসে ফেললে কেবল সালাতই দোহরাবে, পুনরায় উযূ করবে না। হাসান (র) বলেন, কেউ যদি চুল অথবা নখ কাটে অথবা তার মোজা খুলে ফেলে তবে তার পুনরায় উযূ করতে হবে না। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, 'হাদাস' ছাড়া আর কিছুতে উযূর প্রয়োজন নেই। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ 'যাতুর রিকা'—এর যুদ্ধে ছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তি তীরবিদ্ধ হলেন এবং ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, কিন্তু তিনি (সে অবস্থায়ই) রুকূ করলেন, সিজদা করলেন এবং সালাত আদায় করতে থাকলেন। হাসান (র) বলেন, মুসলিমগণ সব সময়ই তাদের যখম অবস্থায় সালাত আদায় করতেন এবং তাউস (র), মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী (র), 'আতা (র) ও হিজাযবাসীগণ বলেন, রক্তক্ষরণে উযূ করতে হয় না। ইব্ন উমর (রা) একবার একটি ছোট ফোঁড়া টিপ দিলেন, তা থেকে রক্ত বের হল, কিন্তু তিনি উযূ করলেন না। ইব্ন আবূ আওফা (রা) রক্ত মিশ্রিত থুথু ফেললেন কিন্তু তিনি সালাত আদায় করতে থাকলেন। ইব্ন 'উমর (রা) ও হাসান (র) বলেন, কেউ শিঙ্গা লাগালে কেবল তার শিঙ্গা লাগানো স্থানই ধোয়া প্রয়োজন।

banglainternet.com

١٧٦ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِيْ صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ . فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ الصَّوْتُ يَعْنِي الضُّرْطَةَ .

১৭৬ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বান্দা যে সময়টা মসজিদে থেকে সালাতের অপেক্ষায় থাকে, তার সে পুরো সময়টাই সালাতের মধ্যে গণ্য হয় যতক্ষণ না সে হাদাস করে । এক অনারব ব্যক্তি বলল, 'হাদাস কি, আবূ হুরায়রা'? তিনি বললেন, 'শব্দ করে বায়ু বের হওয়া।'

١٧٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا .

১৭৭ আবুল ওয়ালীদ (র).....আব্বাদ ইব্‌ন তামীম (র), তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ (কোন মুসল্লী) সালাত থেকে ফিরবে না যতক্ষণ না সে শব্দ শুনে বা গন্ধ পায়।

١٧٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرٍ أَبِيْ يَعْلَى الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ .

১৭৮ কুতায়বা (র).....মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানফিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আলী (রা) বলেছেন, আমার বেশী বেশী মযী বের হতো। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করছিলাম। তাই আমি মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা)-কে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন ঃ এতে শুধু উযূ করতে হয়। হাদীসটি শু'বা (র) আ'মাশ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٧٩ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوْهُ بِذٰلِكَ .

১৭৯ সা'দ ইব্‌ন হাফস (র).....যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি 'উসমান ইব্‌ন 'আফফান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কেউ যদি স্ত্রী সহবাস করে, কিন্তু মনী (বীর্য) বের না হয় (তবে তার হুকুম কি)?' 'উসমান (রা) বললেনঃ সে উযূ করে নেবে যেমন উযূ করে থাকে সালাতের জন্য এবং তার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে। উসমান (রা) বলেন, আমি একথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি। (যায়দ বলেন) তারপর আমি

banglainternet.com

এ সম্পর্কে 'আলী (রা), যুবায়র (রা), তালহা (রা) ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরা আমাকে এ নির্দেশই দিয়েছেন।।

١٨٠ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَ اِلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَاْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَعَلَّنَا اَعْجَلْنَاكَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُعْجِلْتَ اَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوْءُ تَابَعَهُ وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ الْوَضُوْءُ .

১৮০ ইসহাক ইব্ন মনসূর (র).....আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক আনসারীর কাছে লোক পাঠালেন। তিনি চলে এলেন। তখন তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা পড়ছিল। নবী ﷺ বললেন ঃ 'সম্ভবত আমরা তোমাকে তাড়াতাড়ি করতে বাধ্য করেছি।' তিনি বললেন, 'জী।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যখন ত্বরার কারণে মনী বের না হয় (অথবা বললেন), মনীর অভাবজনিত কারণে তা বের না হয় তবে তোমার উপর কেবল উযূ করা জরুরী। ওয়াহ্ব (র) শু'বা (র) সূত্রে এ রকমই বর্ণনা করেন। তিনি [শুবা (র)] বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেছেন ঃ গুনদর (র) ও ইয়াহ্ইয়া (র) শু'বা (র)-এর সূত্রে বর্ণনায় উযূর কথা উল্লেখ করেন নি।

## ١٣١. بَابُ الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ -

## ১৩১. পরিচ্ছেদ ঃ শ্রদ্ধেয় জনকে কোন ব্যক্তির উযূ করিয়ে দেওয়া

١٨١ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا اَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ اِلَى الشِّعْبِ فَقَضٰى حَاجَتَهُ قَالَ اُسَامَةُ فَجَعَلْتُ اَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّاُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُصَلِّىْ فَقَالَ الْمُصَلّٰى اَمَامَكَ .

১৮১ ইব্ন সালাম (র).....উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আরাফাত থেকে ফিরছিলেন, তখন তিনি একটি গিরিপথের দিকে গিয়ে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে নিলেন। উসামা (রা) বলেন, পরে আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম আর তিনি উযূ করছিলেন। এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি সালাত আদায় করবেন? তিনি বললেন ঃ 'সালাতের স্থান তোমার সামনে।'

١٨٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ وَاَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَاَنَّ مُغِيْرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّاُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

banglainternet.com

১৮২ 'আমর ইব্ন 'আলী (র).....মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন। এক সময় তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে গেলেন। (প্রয়োজন সেরে আসার পর) মুগীরা তাঁকে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন এবং তিনি উযূ করছিলেন। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল এবং দু'হাত ধু'লেন এবং তাঁর মাথা মসেহ করলেন ও উভয় মোজার উপর মসেহ করলেন।

## ١٣٢. بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ -

وَقَالَ مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ لاَ بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ اِزَارٌ فَسَلِّمْ وَاِلاَّ فَلاَ تُسَلِّمْ -

১৩২. পরিচ্ছেদ ঃ বিনা উযূতে কুরআন প্রভৃতি পাঠ করা

মনসূর (র).....ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন ঃ হাম্মামখানায় (কুরআন) পাঠ করা এবং বিনা উযূতে পত্র লেখায় কোন দোষ নেই। হাম্মাদ (র) ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন, হাম্মামখানার লোকদের পরনে ইযার (লুঙ্গি বা পায়জামা) থাকলে সালাম দিও নতুবা সালাম দিও না।

١٨٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِيْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْلُهُ فِيْ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ اِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَاصَنَعَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَأْسِيْ وَاَخَذَ بِاُذُنِيَ الْيُمْنٰى يَفْتِلُهَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ اَوْتَرَ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى اَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ .

১৮৩ ইসমা'ঈল (র).....'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার নবী ﷺ এর স্ত্রী মায়মূনা (রা)-এর ঘরে রাত কাটান। তিনি ছিলেন ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর খালা। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেনঃ এরপর আমি বিছানার চওড়া দিকে শয়ন করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর স্ত্রী বিছানার লম্বা দিকে শয়ন করলেন; এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনিভাবে রাত যখন অর্ধেক হয়ে গেল তার কিছু পূর্বে কিংবা কিছু পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জেগে উঠলেন। তিনি বসে হাত দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল থেকে ঘুমের আবেশ

banglainternet.com

মুছতে লাগলেন। তারপর সূরা আল-'ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। এরপর দাঁড়িয়ে একটি ঝুলন্ত মশক থেকে উযূ করলেন। তিনি সুন্দরভাবে উযূ করলেন। তারপর সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, আমিও উঠে তিনি যেরূপ করেছেন তদ্রূপ করলাম। তারপর গিয়ে তাঁর বাঁ পাশে দাঁড়ালাম। তিনি তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং আমার ডান কান ধরে একটু নাড়া দিলেন (এবং তাঁর), ডান পাশে এনে দাঁড় করালেন। তারপর তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর বিতর আদায় করলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর কাছে মুয়ায্যিন এলেন। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে হাল্কাভাবে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর বেরিয়ে গিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন।

## ١٣٣. بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلاَّ مِنَ الْفَشْيِ الْمُثْقِلِ-

## ১৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ পূর্ণ বেহুশী ছাড়া উযূ না করা

١٨٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ جَدَّتِهَا اَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ اَنَّهَا قَالَتْ اَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَاِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّوْنَ وَاِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّيْ فَقُلْتُ مَالِلنَّاسِ فَاَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَقُلْتُ اٰيَةٌ فَاَشَارَتْ اَيْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتّٰى تَجَلَّانِيَ الْغَشْيُ وَجَعَلْتُ اَصُبُّ فَوْقَ رَاْسِيْ مَاءً فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ اَرَهُ اِلاَّ قَدْ رَاَيْتُهُ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ مِثْلَ اَوْ قَرِيْبَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ لاَ اَدْرِيْ اَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ يُؤْتَى اَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ ، فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُوْقِنُ لاَ اَدْرِيْ اَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى فَاَجَبْنَا وَاٰمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا اِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا ، وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ لاَ اَدْرِيْ اَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِيْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ .

১৮৪ ইসমা'ঈল (র).....আসমা বিনত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একবার নবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশা (রা)-এর কাছে এলাম। তখন সূর্য গ্রহণ লেগেছিল। দেখলাম সব মানুষ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে এবং 'আয়িশা (রা)-ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের কী হয়েছে? তিনি তাঁর হাত দিয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ 'সুবহান আল্লাহ্'! আমি বললাম, এটা কি কোন আলামত? তিনি ইশারা করে বললেন ঃ 'হাঁ'। এরপর আমিও সালাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। এমনকি আমাকে সংজ্ঞাহীনতায় আচ্ছন্ন করে ফেলল এবং আমি আমার মাথায় পানি দিতে লাগলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (মুসল্লীদের দিকে) ফিরে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে বললেন ঃ

banglainternet.com

"যেসব জিনিস আমি ইতিপূর্বে দেখিনি সেসব আমার এই স্থানে আমি দেখতে পেয়েছি, এমনকি জান্নাত এবং জাহান্নামও। আর আমার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, কবরে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে দাজ্জালের ফিতনার ন্যায় অথবা তার কাছাকাছি।" বর্ণনাকারী বলেন ঃ আসমা (রা) কোন্‌টি বলেছিলেন, আমি জানি না। তোমাদের প্রত্যেকের কাছে (ফিরিশতা) উপস্থিত হবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, "এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি জ্ঞান আছে?" –তারপর 'মু'মিন,' বা 'মু'কিন' ব্যক্তি বলবে– আসমা 'মুমিন' বলেছিলেন না 'মুকিন' তা আমি জানি না– ইনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি আমাদের কাছে মু'জিযা ও হিদায়ত নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছি, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি। তারপর তাকে বলা হবে, নিশ্চিন্তে ঘুমাও। আমরা জানলাম যে, তুমি মু'মিন ছিলে। আর 'মুনাফিক' বা 'মুরতাব' বলবে,– আমি জানি না। আসমা এর কোন্‌টি বলেছিলেন তা আমি জানি না– লোকজনকে এঁর সম্পর্কে কিছু একটা বলতে শুনেছি আর আমিও তা-ই বলেছি।

## ١٣٤. بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ -

لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا، وَسُئِلَ مَالِكٌ أَيُجْزِئُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ فَاحْتَجَّ بِحَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ .

১৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ পূর্ণ মাথা মসেহ করা

আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ (আর তোমাদের মাথা মসেহ কর) (৫ঃ ৬)। ইবনুল মুসায়্যিব বলেন ঃ স্ত্রীলোকও (এ ক্ষেত্রে) পুরুষের সমপর্যায়ে। সে তার মাথা মসেহ করবে। ইমাম মালিক (র)–কে জিজ্ঞাসা করা হল, মাথার কিছু অংশ মসেহ করা কি যথেষ্ট হবে? তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা)–এর হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করলেন।

١٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى الْمَازِنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى اَتَسْتَطِيْعُ اَنْ تُرِيَنِيْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتّٰى ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

১৮৫ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....ইয়াহইয়া আল-মাযিনী (র) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে (তিনি আমর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়ার দাদা) জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনি কি আমাদেরকে দেখাতে পারেন, কিভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করতেন? 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা) বললেন ঃ 'হাঁ। তারপর তিনি

banglainternet.com

পানি আনালেন। হাতের উপর সে পানি ঢেলে দু'বার তাঁর হাত ধুইলেন। তারপর কুলি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করলেন। এরপর চেহারা তিনবার ধুইলেন। তারপর দু' হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধুইলেন। তারপর দু' হাত দিয়ে মাথা মসেহ করলেন। অর্থাৎ হাত দু'টি সামনে এবং পেছনে নিলেন। মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করে উভয় হাত গর্দান পর্যন্ত নিলেন। তারপর আবার যেখান থেকে নিয়েছিলেন, সেখানেই ফিরিয়ে আনলেন। তারপর দু'পা ধুইলেন।

## ١٣٥. بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ -

## ১৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ উভয় পা গিরা পর্যন্ত ধোয়া

١٨٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْهِ شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِيْ حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوْءِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوْءَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَكْفَأَ عَلٰى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ غُرَفَاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .

১৮৬ মূসা (র).....'আমর ইব্ন আবূ হাসান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা)-কে নবী ﷺ-এর উযূ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তখন তিনি এক পাত্র পানি আনালেন এবং তাঁদের (দেখাবার) জন্য নবী ﷺ -এর মত উযূ করলেন। তিনি পাত্র থেকে দু'হাতে পানি ঢাললেন। তা দিয়ে হাত দু'টি তিনবার ধুইলেন। তারপর পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তিন আঁজলা পানি নিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন। তারপর আবার হাত ঢুকালেন। তিনবার তাঁর চেহারা মুবারক ধুইলেন। তারপর আবার হাত ঢুকিয়ে (পানি নিয়ে) দুই হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার ধুইলেন। তারপর আবার হাত ঢুকিয়ে উভয় হাত দিয়ে সামনে এবং পেছনে একবার মাত্র মাথা মসেহ করলেন। তারপর দু' পা গিরা পর্যন্ত ধুইলেন।

## ١٣٦. بَابُ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوْءِ النَّاسِ -

## وَأَمَرَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّؤُا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ -

## ১৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ মানুষের উযূর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পরিবারকে মিসওয়াক ধোয়া অবশিষ্ট পানি দিয়ে উযূ করতে নির্দেশ দেন।

١٨٧ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُوْلُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ فَأُتِيَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُوْنَ مِنْ فَضْلِ وَضُوْئِهِ فَيَتَمَسَّحُوْنَ بِهِ فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ

banglainternet.com

الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَقَالَ أَبُوْمُوْسٰى دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فِيْهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيْهِ وَمَجَّ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلٰى وُجُوْهِكُمَا وَنُحُوْرِكُمَا .

১৮৭ আদম (র).....আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার দুপুরে নবী ﷺ আমাদের সামনে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে উযূর পানি এনে দেওয়া হল। তখন তিনি উযূ করলেন। লোকে তার উযূর ব্যবহৃত পানি নিয়ে গায়ে মাখতে লাগল। এরপর নবী ﷺ যোহরের দু'রাক'আত এবং 'আসরের দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আর তাঁর সামনে ছিল একখানি লাঠি।

আবূ মূসা (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ একটি পাত্র আনালেন যাতে পানি ছিল। তারপর তিনি তার মধ্যে উভয় হাত ও চেহারা মুবারক ধুইলেন এবং তার মধ্যে কুলি করলেন। তারপর তাদের দু'জন [আবূ মূসা (রা) ও বিলাল (রা)]-কে বললেন ঃ 'তোমরা এ থেকে পান কর এবং তোমাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে ঢাল।'

١٨٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِيْ مَجَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ وَجْهِهِ وَهُوَ غُلَامٌ مِنْ بِئْرِهِمْ وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ . وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلٰى وَضُوْئِهِ .

১৮৮ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র).....মাহমূদ ইবনুর-রবী' (রা) থেকে বর্ণিত, বর্ণনাকারী বলেন ঃ তিনি সে ব্যক্তি, যার মুখমণ্ডলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কুয়া থেকে পানি নিয়ে কুলির পানি দিয়েছিলেন। তিনি তখন বালক ছিলেন। 'উরওয়া (র) মিসওয়া (র) প্রমুখের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। এ উভয় বর্ণনা একটি অন্যটির সত্যায়ন করে। নবী ﷺ যখন উযূ করতেন তখন তাঁর ব্যবহৃত পানির উপর তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম) যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তেন।

## ١٣٧. بَابُ .....

## ১৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ ....

١٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنِ الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ ذَهَبَتْ بِيْ خَالَتِيْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِيْ وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِيْ وَدَعَالِيْ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ .

১৮৯ 'আবদুর রহমান ইব্ন ইউনুস (র).....সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) বলেন ঃ আমার খালা আমাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর খিদমতে হাযির হলেন এবং বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভাগ্নে অসুস্থ'। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। তারপর উযূ করলেন। আমি তাঁর উযূর

banglainternet.com

(অবশিষ্ট) পানি পান করলাম। তারপর তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। তখন আমি তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থলে মোহরে নুবূওয়াত দেখতে পেলাম। তা ছিল নওশার আসনের ঘুন্টির মত।

## ١٣٨. بَابُ مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ -

## ১৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া

١٩٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ اَفْرَغَ مِنَ الْاِنَاءِ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ غَسَلَ اَوْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثًا فَغَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا اَقْبَلَ وَمَا اَدْبَرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৯০ মুসাদ্দাদ (র).....'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি পাত্র থেকে উভয় হাতে পানি ঢেলে দু'হাত ধৌত করলেন। তারপর এক আঁজলা পানি দিয়ে (মুখ) ধুইলেন বা কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। তিনবার এরূপ করলেন। তারপর দু' হাত কনুই পর্যন্ত দু'-দু'বার ধুইলেন এবং মাথার সামনের অংশ এবং পেছনের অংশ মসেহ করলেন । আর গিরা পর্যন্ত দু' পা ধুইলেন। এরপর বললেন ঃ "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযূ এরূপ ছিল।"

## ١٣٩. بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً -

## ১৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ একবার মাথা মসেহ করা

١٩١. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ اَبِيْ حَسَنٍ سَاَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوْءِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَّاءٍ فَتَوَضَّاَ لَهُمْ فَكَفَاَهُ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَاَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَ اَدْبَرَ بِهِمَا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ .

১৯১ সুলায়মান ইব্ন হারব (র).....ইয়াহইয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমি একবার 'আমর ইব্ন আবূ হাসান (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা)-কে নবী ﷺ-এর উযূ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর তিনি পানির একটি পাত্র আনালেন এবং উযূ করে তাঁদের দেখালেন। তিনি পাত্রটি কাত করে উভয় হাতের উপর পানি ঢেলে তিনবার তা ধুয়ে ফেলেন। তারপর পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকালেন এবং তিন আঁজলা পানি দিয়ে তিনবার করে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে ফেললেন। তারপর আবার পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকালেন (এবং পানি নিয়ে) তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন।

banglainternet.com

তারপর আবার পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকালেন এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু'-দু'বার ধুইলেন। তারপর আবার পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকালেন। তাঁর মাথা হাত দিয়ে সামনে এবং পেছনে মসেহ করলেন। তারপর আবার পাত্রের মধ্যে তাঁর হাত ঢুকালেন এবং উভয় পা ধুইলেন।

١٩٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً .

১৯২ উহায়ব (র) সূত্রে মূসা (র) বর্ণনা করেন যে, মাথা একবার মসেহ করেন।

## ١٤٠. بَابُ وُضُوْءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وَضُوْءِ الْمَرْأَةِ وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيْمِ مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ -

## ১৪০. পরিচ্ছেদ ঃ নিজ স্ত্রীর সাথে উযূ করা এবং স্ত্রীর উযূর অবশিষ্ট পানি (ব্যবহার করা)

'উমর (রা) গরম পানি দিয়ে এবং খৃস্টান মহিলার ঘরের পানি দিয়ে উযূ করেন।

١٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُنَ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَمِيْعًا .

১৯৩ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).....ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যামানায় পুরুষ এবং মহিলা একত্রে উযূ করতেন।

## ١٤١. بَابُ صَبِّ النَّبِيِّ ﷺ وَضُوْءَهُ عَلٰى الْمُغْمٰى عَلَيْهِ -

## ১৪১. পরিচ্ছেদ ঃ বেহুশ লোকের ওপর নবী ﷺ—এর উযূর পানি ছিটিয়ে দেওয়া

١٩٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ وَاَنَا مَرِيْضٌ لاَ اَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوْئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَنِ الْمِيْرَاثُ اِنَّمَا يَرِثُنِيْ كَلاَلَةً فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْفَرَائِضِ .

১৯৪ আবুল ওলীদ (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার পীড়িত অবস্থায় একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার খোঁজ-খবর নিতে এলেন। আমি তখন এতই অসুস্থ ছিলাম যে আমার জ্ঞান ছিল না। তারপর তিনি উযূ করলেন এবং তাঁর উযূর পানি আমার ওপর ছিটিয়ে দিলেন। তখন আমার জ্ঞান ফিরে এল। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমার) 'মীরাস' কে পাবে? আমার একমাত্র ওয়ারিস হল কালালা (অর্থাৎ পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি ছাড়া অন্যেরা)। তখন ফারায়েযের আয়াত নাযিল হল।

## ١٤٢. بَابُ الْغُسْلِ وَالْوُضُوْءِ فِي الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ -

## ১৪২. পরিচ্ছেদ ঃ গামলা, কাঠ ও পাথরের পাত্রে উযূ—গোসল করা

banglainternet.com

١٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ

مَنْ كَانَ قَرِيْبَ الدَّارِ اِلَى اَهْلِهِ وَ بَقِىَ قَوْمٌ فَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيْهِ مَاءٌ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ اَنْ يَبْسُطَ فِيْهِ كَفَّهُ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قُلْنَا كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَمَانِيْنَ وَ زِيَادَةً .

১৯৫ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুনীর (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার সালাতের সময় উপস্থিত হলে যাঁদের বাড়ী নিকটে ছিল তাঁরা (উযূ করার জন্য) বাড়ী চলে গেলেন। আর কিছু লোক রয়ে গেলেন (তাঁদের কোন উযূর ব্যবস্থা ছিল না)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য একটি পাথরের পাত্রে পানি আনা হল। পাত্রটি এত ছোট ছিল যে, তার মধ্যে তাঁর উভয় হাত মেলে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তা থেকেই কওমের সকল লোক উযূ করলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'আপনারা কতজন ছিলেন'? তিনি বললেন ঃ 'আশিজন বা আরো বেশী'।

١٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَعَا بِقَدَحٍ فِيْهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَ وَجْهَهُ فِيْهِ وَ مَجَّ فِيْهِ .

১৯৬ মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র).....আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী ﷺ একটি পানি ভর্তি পাত্র আনালেন। তাতে তাঁর উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং কুলি করলেন।

١٩٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِىْ تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَاَقْبَلَ بِهِ وَ اَدْبَرَ وَ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

১৯৭ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র).....'আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা) বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বাড়ীতে এলেন। আমরা তাঁকে পিতলের একটি পাত্রে পানি দিলাম। তিনি তা দিয়ে উযূ করলেন। তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ও উভয় হাত দু'-দু'বার করে ধুইলেন এবং তাঁর হাত সামনে ও পেছনে এনে মাথা মসেহ করলেন আর উভয় পা ধুইলেন।

١٩٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِىُّ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَاْذَنَ اَزْوَاجَهُ فِىْ اَنْ يُمَرَّضَ فِىْ بَيْتِىْ فَاَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِى الْاَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ اٰخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَاَخْبَرْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ اَتَدْرِىْ مَنِ الرَّجُلُ الْاٰخَرُ قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلِىٌّ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ هَرِيْقُوْا عَلَىَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ اَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّىْ اَعْهَدُ اِلَى النَّاسِ وَاَجْلِسُ فِىْ مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ حَتّٰى طَفِقَ يُشِيْرُ اِلَيْنَا اَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى النَّاسِ .

banglainternet.com

১৯৮ আবুল ইয়ামান (র).....'আয়িশা (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ-এর রোগ যন্ত্রণা বেড়ে গেলে তিনি আমার ঘরে শুশ্রূষার জন্য তাঁর পত্নীগণের কাছে অনুমতি চাইলেন। তাঁরা অনুমতি দিলে নবী ﷺ (আমার ঘরে আসার জন্য) দু'ব্যক্তির ওপর ভর করে বের হলেন। আর তাঁর পা দু'খানি তখন মাটিতে চিহ্ন রেখে যাচ্ছিল। তিনি 'আব্বাস (রা) ও অন্য এক ব্যক্তির মাঝখানে ছিলেন। 'উবায়দুল্লাহ (র) বলেন ঃ আমি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কে এ কথা অবহিত করলাম। তিনি বললেন ঃ সে অন্য ব্যক্তিটি কে তা কি তুমি জান? আমি বললাম, না। তিনি বললেন ঃ তিনি হলেন 'আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)। 'আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ তাঁর ঘরে আসার পর রোগ আরো বেড়ে গেলে তিনি বললেন ঃ 'তোমরা আমার উপর মুখের বাঁধন খোলা হয়নি এমন সাতটি মশকের পানি ঢেলে দাও, তাহলে হয়ত আমি মানুষকে কিছু ওয়াসিয়্যাত করব।' তাঁকে তাঁর সহধর্মিণী হাফসা (রা)-এর একটি বড় পাত্রের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হল। তারপর আমরা তাঁর ওপর সেই সাত মশক পানি ঢালতে শুরু করলাম। এভাবে ঢালার পর এক সময় তিনি আমাদের প্রতি ইশারা করলেন, (এখন থাম) তোমরা তোমাদের কাজ করেছ। এরপর তিনি বের হয়ে জনসমক্ষে গেলেন।

## ١٤٣. بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ -

## ১৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ গামলা থেকে উযূ করা

١٩٩ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ عَمِّيْ يُكْثِرُ مِنَ الْوُضُوْءِ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَخْبِرْنِيْ كَيْفَ رَاَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَكَفَأَ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَمَسَحَ رَاْسَهُ فَاَدْبَرَ بِهِ وَاَقْبَلَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ .

১৯৯ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র).....ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ আমার চাচা উযূর পানি বেশী খরচ করতেন। একদিন তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা)-কে বললেন ঃ 'আপনি নবী ﷺ-কে কিভাবে উযূ করতে দেখেছেন'? তিনি এক গামলা পানি আনালেন। সেটি উভয় হাতের ওপর কাত করে (তা থেকে পানি ঢেলে) হাত দু'খানি তিনবার ধুইলেন, তারপর তার হাত গামলায় ঢুকালেন। তারপর এক আঁজলা পানি দিয়ে তিনবার কুলি করলেন এবং নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর পানিতে তাঁর হাত ঢুকালেন। উভয় হাতে এক আঁজলা পানি নিয়ে মুখমণ্ডল তিনবার ধুইলেন। তাপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধুইলেন। তারপর উভয় হাতে পানি নিয়ে মাথার সামনে এবং পেছনে মসেহ করলেন এবং দু' পা ধুইলেন। তারপর বললেন ঃ 'আমি নবী ﷺ -কে এভাবেই উযূ করতে দেখেছি।'

٢٠٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِاِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَاُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَ اَصَابِعَهُ فِيْهِ قَالَ اَنَسٌ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَى الْمَاءِ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ قَالَ

banglainternet.com

اَنَسٌ فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِيْنَ اِلَى الثَّمَانِيْنَ .

২০০ মুসাদ্দাদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ একপাত্র পানি চাইলেন। একটি বড় পাত্র তাঁর কাছে আনা হল, তাতে সামান্য পানি ছিল। তারপর তিনি তার মধ্যে তাঁর আঙ্গুল রাখলেন। আনাস (রা) বলেন ঃ আমি পানির দিকে তাকাতে লাগলাম। তাঁর আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে পানি উথলে উঠতে লাগল। আনাস (রা) বলেন ঃ যারা উযূ করেছিল, আমি অনুমান করলাম তাদের সংখ্যা ছিল ৭০ থেকে ৮০ জন।

## ١٤٤. بَابُ الْوُضُوْءِ بِالْمُدِّ -

## ১৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ এক মুদ[১] (পানি) দিয়ে উযূ করা

٢٠١ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَغْسِلُ اَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ اِلَى خَمْسَةِ اَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ .

২০১ আবূ নু'আয়ম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ এক সা' (৪ মুদ) থেকে পাঁচ মুদ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং উযূ করতেন এক মুদ দিয়ে।

## ١٤٥. بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ -

## ১৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ উভয় মোজার ওপর মসেহ্ করা

٢٠٢ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِىُّ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرٌو حَدَّثَنِىْ اَبُو النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ سَاَلَ عُمَرَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ نَعَمْ اِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَلَا تَسْاَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ ، وَقَالَ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو النَّضْرِ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ سَعْدًا حَدَّثَهُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللّٰهِ نَحْوَهُ .

২০২ আসবাগ ইব্নুল ফারাজ (র).....সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর উভয় মোজার ওপর মসেহ্ করেছেন। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (তাঁর পিতা) 'উমর (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ 'হাঁ! সা'দ (রা) নবী ﷺ থেকে কিছু বর্ণনা করলে সে ব্যাপারে আর অন্যকে জিজ্ঞাসা করো না'।

মূসা ইব্ন 'উকবা (র).....সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ অতঃপর 'উমর (রা) 'আবদুল্লাহ (রা)-কে অনুরূপ বললেন।

٢٠٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِعٍ

banglainternet.com

১. চার মুদ= ১ সা', প্রায় ৬৩০ গ্রাম।

بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ أَبِيْهِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيْرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيْهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

২০৩ 'আমর ইব্ন খালিদ আল-হাররানী (র).....মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলে মুগীরা (রা) পানি সহ একটি পাত্র নিয়ে তাঁর অনুসরণ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজন শেষ করে এলে মুগীরা (রা) তাঁকে পানি ঢেলে দিলেন। আর তিনি উযূ করলেন এবং উভয় মোজার উপর মসেহ করলেন।

٢٠٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ . وَتَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبَانُ عَنْ يَحْيٰى .

২০৪ আবূ নু'আয়ম (র).....উমায়্যা যামরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উভয় মোজার ওপর মসেহ করতে দেখেছেন। হারব ও আবান (র) ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍو رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ .

২০৫ 'আবদান (র).....উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমি নবী ﷺ কে তাঁর পাগড়ীর ওপর এবং উভয় মোজার ওপর মসেহ করতে দেখেছি'। মা'মার (র) আমর (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন ঃ "আমি নবী ﷺ-কে তা করতে দেখেছি"।

## ١٤٦. بَابٌ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ -

## ১৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ পবিত্র অবস্থায় উভয় পা (মোজায়) প্রবেশ করানো

٢٠٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّيْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

২০৬ আবূ নু'আয়ম (র).....মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর সংগে এক সফরে ছিলাম। (উযূ করার সময়) আমি তাঁর মোজাদ্বয় খুলতে চাইলে তিনি বললেন ঃ 'ও দুটো থাকুক, আমি পবিত্র অবস্থায় ও দু'টি পরেছিলাম'। (এই বলে) তিনি তার উপর মসেহ করলেন।

banglainternet.com

١٤٧. بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيْقِ -

وَأَكَلَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ لَحْمًا فَلَمْ يَتَوَضَّؤُا -

১৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ বকরীর গোশত এবং ছাতু খেয়ে উযূ না করা

আবূ বকর, 'উমর ও 'উসমান (রা) গোশত খেয়ে উযূ করেন নি।

٢٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২০৭ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বকরীর কাঁধের গোশত খেলেন। তারপর সালাত আদায় করলেন; কিন্তু উযূ করলেন না।

٢٠٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاَلْقَى السِّكِّيْنَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২০৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র).....উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে একটি বকরীর কাঁধের গোশ্ত কেটে খেতে দেখলেন। এ সময় সালাতের জন্য ডাকা হল। তখন তিনি ছুরি ফেলে দিয়ে সালাত আদায় করলেন; কিন্তু উযূ করলেন না।

١٤٨. بَابُ مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيْقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -

১৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ ছাতু খেয়ে উযূ না করে কেবল কুলি করা

٢٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلٰى بَنِيْ حَارِثَةَ اَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ اَدْنَى خَيْبَرَ فَصَلّٰى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْاَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ اِلاَّ بِالسَّوِيْقِ فَاَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ فَاَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ اِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২০৯ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).....সুওয়ায়দ ইবনু'ন-নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ খায়বর যুদ্ধের বছর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে রওনা হলেন। চলতে চলতে তাঁরা যখন সাহবা-য় পৌঁছলেন, এটি খায়বরের নিকটবর্তী অঞ্চল, তখন তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। তারপর খাবার আনতে বললেন ঃ কিন্তু ছাতু ছাড়া আর কিছুই আনা হলো না। তারপর তিনি নির্দেশ দেওয়ায় তা (পানিতে) মেশানো

banglainternet.com

হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা খেলেন এবং আমরাও খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের জন্য দাঁড়িয়ে কুলি করলেন এবং আমরাও কুলি করলাম। পরে তিনি সালাত আদায় করলেন; উযূ করলেন না।

٢١٠ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২১০ আসবাগ (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে (একটি বকরীর) কাঁধের গোশত খেলেন, তারপর সালাত আদায় করলেন; আর উযূ করলেন না।

## ١٤٩. بَابٌ هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ -

## ১৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ দুধ পান করলে কি কুলি করতে হবে?

٢١١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ اِنَّ لَهُ دَسَمًا تَابَعَهُ يُوْنُسُ وَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ .

২১১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র ও কুতায়বা (র).....ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ দুধ পান করলেন। তারপর কুলি করলেন এবং বললেন ঃ 'এতে তৈলাক্ত পদার্থ রয়েছে (এজন্য কুলি করা ভাল)'। ইউনুস ও সালিহ ইব্ন কায়সান (র) যুহরী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

## ١٥٠. بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النُّعْسَةِ وَالنُّعْسَتَيْنِ اَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوْءًا -

## ১৫০. পরিচ্ছেদ ঃ ঘুমের পরে উযূ করা এবং দু'একবার ঝিমালে বা মাথা ঝুঁকে পড়লে উযূ না করা

٢١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِىْ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ .

২১২ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সালাত আদায়ের অবস্থায় তোমাদের কারো যদি তন্দ্রা আসে তবে সে যেন ঘুমের রেশ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেয়। কারণ, তন্দ্রাবস্থায় সালাত আদায় করলে সে জানতে পারবে না, সে কি ক্ষমা চাইছে, না নিজেকে গালি দিচ্ছে।

banglainternet.com

২১৩ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنَمْ حَتّٰى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ .

২১৩ আবূ মা'মার (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি সালাতে ঝিমায়, সে যেন ততক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়, যতক্ষণ না সে কি পড়ছে, তা বুঝতে পারে।

## ١٥١. بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

## ১৫১. পরিচ্ছেদ ঃ হাদস ছাড়া উযূ করা

২১৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ قَالَ يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوْءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ .

২১৪ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) ও মুসাদ্দাদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ প্রত্যেক সালাতের সময় উযূ করতেন। আমি বললাম ঃ আপনারা কিরূপ করতেন? তিনি বললেন ঃ হাদস (উযূ ভঙ্গের কারণ) না হওয়া পর্যন্ত আমাদের (পূর্বের) উযূই যথেষ্ট হত।

২১৫ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا صَلّٰى دَعَا بِالْأَطْعِمَةِ فَلَمْ يُؤْتَ اِلاَّ بِالسَّوِيْقِ فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ ثُمَّ صَلّٰى لَنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২১৫ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র).....সুওয়ায়দ ইবনু'ন-নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ খায়বার যুদ্ধের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বের হলাম। সাহবা নামক স্থানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি খাবার আনতে বললেন। ছাতু ছাড়া আর কিছু আনা হল না। আমরা তা খেলাম এবং পান করলাম। তারপর নবী ﷺ মাগরিবের জন্য দাঁড়িয়ে কুলি করলেন; তিনি (নতুন) উযূ করলেন না।

## ١٥٢. بَابٌ مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لاَ يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ -

## ১৫২. পরিচ্ছেদ ঃ পেশাবের অপবিত্রতা থেকে সতর্ক না থাকা কাবীরা গুনাহ

২১৬ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ

banglainternet.com

حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ اَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ اِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِيْ قُبُوْرِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلٰى كَانَ اَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْاٰخَرُ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلٰى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا اَوْ اِلٰى اَنْ تَيْبَسَا .

২১৬ 'উসমান (র).....ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ একবার মদীনা বা মক্কার কোন এক বাগানের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এমন দু'ব্যক্তির আওয়ায শুনতে পেলেন, যাদের কবরে আযাব হচ্ছিল। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ এদের দু'জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে, অথচ কোন বড় গুনাহের জন্য এদের আযাব দেওয়া হচ্ছে না। তারপর তিনি বললেন ঃ 'হাঁ, এদের একজন তার পেশাবের নাপাকি থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না। আর একজন চোগলখুরী করত। তারপর তিনি একটি খেজুরের ডাল আনালেন এবং তা ভেঙ্গে দু'খণ্ড করে প্রত্যেকের কবরের উপর একখণ্ড রাখলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরূপ কেন করলেন?' তিনি বললেন ঃ হয়ত তাদের আযাব কিছুটা লাঘব করা হবে, যতদিন পর্যন্ত এ দু'টি না শুকায়।

## ١٥٣. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ غَسْلِ الْبَوْلِ ،

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ كَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوٰى بَوْلِ النَّاسِ –

## ১৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ পেশাব ধোয়া সম্বন্ধে যা বর্ণিত হয়েছে

নবী ﷺ জনৈক কবরবাসী সম্পর্কে বলেছেন, সে তার পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। তিনি শুধু মানুষের পেশাব সম্পর্কেই উল্লেখ করেছেন।

٢١٧ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ اَبِيْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ .

২১৭ ইয়া'কূব ইব্ন ইবরাহীম (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি তাঁর কাছে পানি নিয়ে যেতাম। তিনি তা দিয়ে ইসতিন্জা করতেন।

## ١٥٤. بَابٌ

## ১৫৪. পরিচ্ছেদ

٢١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ، اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَيَسْتَتِرُ

banglainternet.com

مِنَ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى وَحَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا مِثْلَهُ .

২১৮ মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না (র).....ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ একবার দু'টি কবরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি বললেন ঃ এদের আযাব দেওয়া হচ্ছে, কোন কঠিন পাপের জন্য তাদের আযাব হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখুরী করে বেড়াত। তারপর তিনি একখানি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে ভেঙ্গে দু'ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের ওপর একখানি পুঁতে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরূপ কেন করলেন'? তিনি বললেন ঃ হয়তো তাদের থেকে (আযাব) কিছুটা লাঘব করা হবে, যতদিন পর্যন্ত এ'টি না শুকাবে। ইব্নুল মুসান্না (র)-আ'মাশ (র) বলেন ঃ আমি মুজাহিদ (র) থেকে অনুরূপ শুনেছি।

## ١٥٥. بَابُ تَرْكِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسِ الْأَعْرَابِيَّ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ -

## ১৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ এক বেদুঈনকে মসজিদে পেশাব শেষ করা পর্যন্ত নবী ﷺ এবং অন্যান্য লোকের পক্ষ থেকে অবকাশ দেওয়া।

٢١٩ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأٰى أَعْرَابِيًّا يَبُوْلُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعُوْهُ حَتّٰى إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .

২১৯ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ এক বেদুঈনকে মসজিদে পেশাব করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন ঃ 'ওকে ছেড়ে দাও'। সে পেশাব শেষ করলে পানি আনিয়ে সেখানে ঢেলে দিলেন।

## ١٥٦. بَابُ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ -

## ১৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে পেশাবের উপর পানি ঢেলে দেওয়া

٢٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ دَعُوْهُ وَهَرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ .

২২০ আবুল ইয়ামান (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে মসজিদে পেশাব করে দিল। তখন লোকজন তাকে বাধা দিতে যাচ্ছিল। নবী ﷺ তাদের বললেন ঃ ওকে ছেড়ে দাও এবং ওর পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কারণ তোমাদের সহজ ও বিনম্র আচরণ করার জন্য পাঠান হয়েছে, কঠোর আচরণ করার জন্য পাঠান হয়নি।

banglainternet.com

٢٢١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . ح وَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِيْ طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا قَضٰى بَوْلَهُ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوْبٍ مِنْ مَاءٍ فَاُهْرِيْقَ عَلَيْهِ .

২২১ 'আবদান (র) ও খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার এক বেদুঈন এসে মসজিদের এক কোণে পেশাব করে দিল। তা দেখে লোকজন তাকে ধমকাতে লাগল। নবী ﷺ তাদের নিষেধ করলেন। তার পেশাব শেষ হলে নবী ﷺ -এর আদেশে এর উপর এক বালতি পানি ঢেলে দেওয়া হল।

## ١٥٧. بَابُ بَوْلِ الصِّبْيَانِ –

## ১৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ শিশুদের পেশাব

٢٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا قَالَتْ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَتْبَعَهُ اِيَّاهُ .

২২২ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ই উসুফ (র).....উম্মু'ল মু'মিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একটি শিশুকে আনা হল। শিশুটি তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনালেন এবং এর ওপর ঢেলে দিলেন।

٢٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ اَنَّهَا اَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَاْكُلِ الطَّعَامَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حِجْرِهِ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

২২৩ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).....উম্মু কায়স বিনত মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর এক ছোট ছেলেকে, যে তখনো খাবার খেতে শিখেনি, নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশুটিকে তাঁর কোলে বসালেন। তখন সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে এর উপর ছিটিয়ে দিলেন এবং তা (ভাল করে) ধুইলেন না।[১]

## ١٥٨. بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا –

## ১৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে এবং বসে পেশাব করা

٢٢٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ

banglainternet.com

১. শিশুটির পেশাব সামান্য থাকায় ঝাড়িয়ে ধোননি। (আইনী ৩য়, ১৩১)

فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ .

২২৪ আদম (র).....হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ একবার কওমের আবর্জনা ফেলার স্থানে এলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। তারপর পানি চাইলেন। আমি তাঁকে পানি নিয়ে দিলাম। তিনি উযূ করলেন।[১]

## ١٥٩. بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالتَّسَتُّرِ بِالْحَائِطِ -

## ১৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ সঙ্গীর কাছে বসে পেশাব করা এবং দেয়ালের আড়াল করা

٢٢٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُنِيْ اَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ نَتَمَاشٰى فَاَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُوْمُ اَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَاَشَارَ اِلَيَّ فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتّٰى فَرَغَ .

২২৫ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার স্মরণ আছে যে, একবার আমি ও নবী ﷺ এক সাথে চলছিলাম। তিনি দেয়ালের পেছনে মহল্লার একটি আবর্জনা ফেলার জায়গায় এলেন। তারপর তোমাদের কেউ যেভাবে দাঁড়ায় সে ভাবে দাঁড়িয়ে তিনি পেশাব করলেন। এ সময় আমি তাঁর কাছে থেকে সরে যাচ্ছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে ইশারা করলেন। আমি এসে তাঁর পেশাব করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

## ١٦٠. بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ -

## ১৬০. পরিচ্ছেদ ঃ মহল্লার আবর্জনা ফেলার স্থানে পেশাব করা

٢٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَقُوْلُ اِنَّ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ كَانَ اِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اَحَدِهِمْ قَرَضَهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَيْتَهُ اَمْسَكَ اَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا .

২২৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আর'আরা (র).....আবূ ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ মূসা (রা) পেশাবের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করতেন এবং বলতেন ঃ বনী ইসরাঈলের কারো কাপড়ে (পেশাব) লাগলে তা কেটে ফেলত। হুযায়ফা (রা) বললেন, আবূ মূসা (রা) যদি এ থেকে বিরত থাকতেন (তবে ভাল হত)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহল্লার আবর্জনা ফেলার স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন।

---

১. সাধারণত বসে পেশাব করাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অভ্যাস। এ জন্যই হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, "যে ব্যক্তি তোমাদের বলবে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন-- তার কথা বিশ্বাস করো না" (তিরমিযী, নাসাঈ)। এই একটি মাত্র স্থানেই তাঁর অভ্যাসের ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। এর কারণ সম্পর্কে আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোমর ব্যথার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন।" (বায়হাকী, হাকেম)

banglainternet.com

## ١٦١. بَابُ غَسْلِ الدَّمِ-

## ১৬১. পরিচ্ছেদ ঃ রক্ত ধুয়ে ফেলা

٢٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ فَاطِمَةُ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ اَرَأَيْتُ اِحْدَانَا تَحِيْضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ ، قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيْهِ .

২২৭ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র).....আসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন ঃ (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) বলুন, আমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে সে কি করবে? তিনি বললেন ঃ সে তা ঘষে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে এবং ভাল করে ধুয়ে ফেলবে। এরপর সেই কাপড়ে সালাত আদায় করবে।

٢٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِيْ حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي امْرَأَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلاَةَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ ، فَاِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ ، وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّيْ قَالَ وَقَالَ اَبِيْ ثُمَّ تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتّٰى يَجِيْءَ ذٰلِكَ الْوَقْتُ .

২২৮ মুহাম্মদ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ফাতিমা বিনত আবূ হুবায়শ (রা) নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এত বেশী রক্তস্রাব হয় যে, আর পবিত্র হই না। এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ছেড়ে দেব?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ না, এ তো ধমনি নির্গত রক্ত, হায়েয নয়। তাই যখন তোমার হায়েয আসবে তখন সালাত ছেড়ে দিও। আর যখন তা বন্ধ হবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে, তারপর সালাত আদায় করবে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতা বলেছেন ঃ তারপর এভাবে আরেক হায়েয না আসা পর্যন্ত প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করবে।

## ١٦٢. بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيْبُ مِنَ الْمَرْأَةِ-

## ১৬২. পরিচ্ছেদ ঃ বীর্য ধোয়া এবং ঘষে ফেলা এবং স্ত্রীলোক থেকে যা লেগে যায় তা ধুয়ে ফেলা

٢٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارِكِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنٍ الْجَزَرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَخْرُجُ اِلَى الصَّلاَةِ وَاِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِيْ ثَوْبِهِ .

banglainternet.com

২২৯ 'আবদান (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর কাপড় থেকে জানাবাতের চিহ্ন ধুয়ে দিতাম এবং কাপড়ে ভিজা চিহ্ন নিয়ে তিনি সালাতে বের হতেন।

٢٣٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيْ ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ .

২৩০ কুতায়বা ও মুসাদ্দাদ (র).....সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত, 'আমি 'আয়িশা (রা)-কে কাপড়ে লাগা বীর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।' তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে তা ধুয়ে ফেলতাম। তিনি কাপড় ধোয়ার ভিজা দাগ নিয়ে সালাতে বের হতেন।

## ١٦٣. بَابٌ إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ –

## ১৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ জানাবাতের নাপাকী বা অন্য কিছু ধোয়ার পর যদি ভিজা দাগ থেকে যায়

٢٣١ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الثَّوْبِ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيْهِ بُقَعُ الْمَاءِ .

২৩১ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র).....আমর ইব্ন মায়মূন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ কাপড়ে জানাবাতের নাপাকী লাগা সম্পর্কে আমি সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ 'আয়িশা (রা) বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড় থেকে তা ধুয়ে ফেলতাম। এরপর তিনি সালাতে বেরিয়ে যেতেন আর তাতে পানি দিয়ে ধোয়ার চিহ্ন থাকত।

٢٣٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَرَاهُ فِيْهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا .

২৩২ 'আমর ইব্ন খালিদ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাপড় থেকে বীর্য ধুয়ে ফেলতেন। আয়িশা (রা) বলেন ঃ তারপর আমি তাতে পানির একটি বা কয়েকটি দাগ দেখতে পেতাম।

## ١٦٤. بَابُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا وَصَلَّى أَبُوْ مُوْسَى فِيْ دَارِ الْبَرِيْدِ وَالسِّرْقِيْنُ وَالْبَرِيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ هَاهُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ

banglainternet.com

## ১৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ উট, চতুষ্পদ জন্তু ও বকরীর পেশাব এবং বকরীর খোয়াড় প্রসঙ্গে

আবূ মূসা (রা) দারুল বারীদে[১] সালাত আদায় করেন। আর তার পাশেই গোবর এবং খালি ময়দান ছিল। তিনি বললেন ঃ এ জায়গা এবং ঐ জায়গা একই পর্যায়ের।

٢٣٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ - قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

২৩৩ সুলায়মান ইব্ন হারব (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উকল বা উরায়না গোত্রের কিছু লোক (ইসলাম গ্রহণের জন্য) মদীনায় এলে তারা পীড়িত হয়ে পড়ল। নবী ﷺ তাদের (সদকার) উটের কাছে যাবার এবং ওর পেশাব ও দুধ পান করার নির্দেশ দিলেন। তারা সেখানে চলে গেল। তারপর তারা সুস্থ হয়ে নবী ﷺ-এর রাখালকে হত্যা করে ফেলল এবং উটগুলি হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। এ খবর দিনের প্রথম ভাগেই এসে পৌছল। তিনি তাদের পেছনে লোক পাঠালেন। বেলা বেড়ে উঠলে তাদেরকে (গ্রেফতার করে) আনা হল। তারপর তাঁর আদেশে তাদের হাত পা কেটে দেওয়া হল। উত্তপ্ত শলাকা দিয়ে তাদের চোখ ফুঁড়ে দেওয়া হল এবং গরম পাথুরে ভূমিতে তাদের নিক্ষেপ করা হল। তারা পানি চাইছিল, কিন্তু দেওয়া হয়নি।

আবূ কিলাবা (র) বলেন, এরা চুরি করেছিল, হত্যা করেছিল, ঈমান আনার পর কুফরী করেছিল এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

٢٣٤ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ .

২৩৪ আদম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ মসজিদ নির্মিত হবার পূর্বে বকরীর খোয়াড়ে সালাত আদায় করতেন।

## ١٦٥. بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ -

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ . وَقَالَ حَمَّادٌ لَا بَأْسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي عِظَامِ الْمَوْتَى نَحْوَ الْفِيلِ وَغَيْرِهِ أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ -

banglainternet.com

১. কূফার একটি স্থান, যেখানে সরকারী ডাক বহনকারীরা অবতরণ করতেন। (আইনী ৩খ, ১৫০)

১৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ ঘি এবং পানিতে নাপাকী পড়া

যুহরী (র) বলেন ঃ পানিতে নাপাকী পড়লে কোন ক্ষতি নেই, যতক্ষণ তার স্বাদ, গন্ধ বা রং পরিবর্তিত না হয়। হাম্মাদ (র) বলেন ঃ মৃত (পাখীর) পালক (পানিতে পড়লে) কোন দোষ নেই। যুহরী (র) মৃত জন্তু, যথাঃ হাতী প্রভৃতির হাড় সম্পর্কে বলেনঃ আমি পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের মধ্যে কিছু আলিমকে পেয়েছি, তাঁরা তা দিয়ে (চিরুণী বানিয়ে) চুল আঁচড়াতেন এবং তার পাত্রে তেল রেখে ব্যবহার করতেন, এতে তাঁরা কোনরূপ দোষ মনে করতেন না। ইব্ন সীরীন (র) ও ইবরাহীম (র) বলেন ঃ হাতীর দাঁতের ব্যবসায়ে কোন দোষ নেই।

٢٣٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِيْ سَمْنٍ فَقَالَ اَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْا سَمْنَكُمْ .

২৩৫ ইসমা'ঈল (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে 'ঘি'র মধ্যে ইঁদুর পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন ঃ ইঁদুরটি এবং তার আশ পাশ থেকে ফেলে দাও এবং তোমাদের ঘি ব্যবহার কর।

٢٣٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِيْ سَمْنٍ فَقَالَ خُذُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوْهُ . قَالَ مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَالاً اُحْصِيْهِ يَقُوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ .

২৩৬ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ-কে 'ঘি'র মধ্যে ইঁদুর পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেনঃ ইঁদুরটি এবং তার আশপাশ থেকে ফেলে দাও।

মা'ন (র) বলেন, মালিক (র) আমার কাছে বহুবার এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে এবং ইব্ন 'আব্বাস (রা) মায়মূনা (রা) থেকেও।

٢٣٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَكُوْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا اِذَا طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ .

২৩৭ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাস্তায় মুসলমানদের যে যখম হয়, কিয়ামতের দিন তার প্রতিটি যখম আঘাতকালীন সময়ে যে অবস্থায় ছিল অদ্রূপ হবে। রক্ত ছুটে বের হতে থাকবে। তার রং হবে রক্তের রং কিন্তু গন্ধ হবে মিশকের ন্যায়।

## ١٦٦. بَابُ الْبَوْلِ الْمَاءِ الدَّائِمِ

১৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ স্থির পানিতে পেশাব করা

٢٣٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الزِّنَادِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ هُرْمُزَ الْاَعْرَجَ حَدَّثَهُ

banglainternet.com

اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ وَبِاِسْنَادِهٖ قَالَ لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِىْ لَا يَجْرِىْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ .

২৩৮ আবুল ইয়ামান (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা শেষে আগমনকারী এবং (কিয়ামত দিবসে) অগ্রগামী। এ সনদেই তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন স্থির--যা প্রবাহিত নয় এমন পানিতে কখনো পেশাব না করে। (সম্ভবত) পরে সে আবার তাতে গোসল করবে।

## ١٦٧. بَابٌ اِذَا اُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّىْ قَذَرٌ اَوْ جِيْفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ -

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا رَاٰى فِىْ ثَوْبِهٖ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّىْ وَضَعَهُ وَمَضٰى فِىْ صَلَاتِهٖ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِىُّ اِذَا صَلّٰى وَفِىْ ثَوْبِهٖ دَمٌ اَوْ جَنَابَةٌ اَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ اَوْ تَيَمَّمَ صَلّٰى ثُمَّ اَدْرَكَ الْمَاءَ فِىْ وَقْتِهٖ لَا يُعِيْدُ -

১৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুসল্লীর পিঠের উপর ময়লা বা মৃত জন্তু ফেললে তার সালাত নষ্ট হবে না ইব্‌ন উমর (রা) সালাত আদায়ের অবস্থায় তাঁর কাপড়ে রক্ত দেখলে (সেভাবেই) তা রেখে দিতেন এবং সালাত আদায় করে নিতেন। ইবনুল মুসায়্যাব ও শা'বী (র) বলেন, যখন কেউ সালাত আদায় করে আর তার কাপড়ে রক্ত অথবা জানাবাতের নাপাকী থাকে অথবা সে কিবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে অথবা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে এরপর ওয়াক্তের মধ্যেই যদি পানি পেয়ে যায় তবে (সালাত) দুহরাবে না।

২৩৯ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاجِدٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ عِنْدَ الْبَيْتِ وَاَبُوْ جَهْلٍ وَاَصْحَابٌ لَهُ جُلُوْسٌ اِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اَيُّكُمْ يَجِىْءُ بِسَلَى جَزُوْرِ بَنِىْ فُلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ اِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ اَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهٖ فَنَظَرَ حَتّٰى سَجَدَ النَّبِىُّ ﷺ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهٖ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَاَنَا اَنْظُرُ لَا اُغَيِّرُ شَيْئًا لَوْ كَانَ لِىْ مَنَعَةٌ قَالَ فَجَعَلُوْا يَضْحَكُوْنَ وَيُحِيْلُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَاْسَهُ حَتّٰى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهٖ فَرَفَعَ رَاْسَهُ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ اِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ قَالَ وَكَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ الدَّعْوَةَ فِىْ ذٰلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ ثُمَّ سَمّٰى اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِاَبِىْ جَهْلٍ وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ وَاُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ

banglainternet.com

وَعُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ ، وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ يَحْفَظْ ، قَالَ فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِيْنَ عَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَرْعٰى فِى الْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدْرٍ ·

২৩৯ 'আবদান (র).....'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদারত অবস্থায় ছিলেন। অন্য সূত্রে আহমদ ইব্ন 'উসমান (র).....'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ একবার বায়তুল্লাহ্‌র পাশে সালাত আদায় করছিলেন এবং সেখানে আবূ জাহল ও তার সঙ্গীরা বসা ছিল। এমন সময় তাদের একজন অন্যজনকে বলে উঠল, 'তোমাদের মধ্যে কে অমুক গোত্রের উটনীর নাড়ীভুঁড়ি এনে মুহাম্মদ যখন সিজদা করেন তখন তার পিঠের ওপর রাখতে পারে'? তখন কওমের বড় পাষণ্ড ('উকবা) তাড়াতাড়ি গিয়ে তা নিয়ে এল এবং তাঁর প্রতি নজর রাখল। নবী ﷺ যখন সিজদায় গেলেন, তখন সে তাঁর পিঠের ওপর দুই কাঁধের মাঝখানে তা রেখে দিল। ইব্ন মাস'উদ (রা) বলেন, আমি (এ দৃশ্য) দেখছিলাম কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। হায়! আমার যদি কিছু প্রতিরোধ শক্তি থাকত! তিনি বলেন, তারা হাসতে লাগল এবং একে অন্যের উপর লুটিয়ে পড়তে লাগল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সিজদায় থাকলেন, মাথা উঠালেন না। অবশেষে হযরত ফাতিমা (রা) এলেন এবং সেটি তাঁর পিঠের উপর থেকে ফেলে দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা উঠিয়ে বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শকে ধ্বংস করুন। এরূপ তিনবার বললেন। তিনি যখন তাদের বদ দু'আ করেন তখন তা তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করল। বর্ণনাকারী বলেন, তারা জানত যে, এ শহরে দু'আ কবূল হয়। এরপর তিনি নাম ধরে বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আবূ জাহলকে ধ্বংস করুন। এবং 'উতবা ইব্ন রাবী'আ, শায়বা ইব্ন রবী'আ, ওয়ালীদ ইব্ন 'উতবা, উমায়্যা ইব্ন খালাফ ও 'উকবা ইব্ন আবী মু'আইতকে ধ্বংস করুন। রাবী বলেন, তিনি সপ্তম ব্যক্তির নামও বলেছিলেন কিন্তু তিনি স্মরণ রাখতে পারেন নি। ইব্ন মাস'উদ (রা) বলেনঃ সেই সত্তার কসম ! যাঁর হাতে আমার জান, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তাদের আমি বদরের কূপের মধ্যে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি।

## ١٦٨. بَابُ الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ -

قَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ زَمَنَ حُدَيْبِيَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِىُّ ﷺ نُخَامَةً اِلَّا وَقَعَتْ فِىْ كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ -

১৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ থুথু, শ্লেষ্মা ইত্যাদি কাপড়ে লেগে গেলে

উরওয়া (র) মিসওয়ার ও মারওয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ার সময় বের হলেন। তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করার পর তিনি বলেন, 'আর নবী ﷺ (সেদিন) যখনই কোন শ্লেষ্মা ঝেড়ে ফেলছিলেন, তখন তা তাদের কারো না কারো হাতে পড়ছিল। তারপর (বরকতস্বরূপ) ঐ ব্যক্তি তা তার মুখমণ্ডল ও শরীরে মেখে নিচ্ছিল।

banglainternet.com

٢٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَزَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ ثَوْبِهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ طَوَّلَهُ ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৪০ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার তাঁর কাপড়ে থুথু ফেললেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন যে, ইব্‌ন আবূ মারয়াম এই হাদীসটি বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করেছেন।

## ١٦٩. بَابٌ لاَ يَجُوْزُ الْوُضُوْءُ بِالنَّبِيْذِ وَلاَ بِالْمُسْكِرِ-

وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَاَبُوْ الْعَالِيَةِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ اَلتَّيَمُّمُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الْوُضُوْءِ بِالنَّبِيْذِ وَاللَّبَنِ-

১৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ নাবীয (খেজুর, কিসমিস, মনাক্কা, ইত্যাদি ভিজানো পানি) এবং নেশাকারক পানীয় দ্বারা উযূ করা না–জায়েয

হাসান (র) ও আবুল 'আলিয়া (র) একে মাকরূহ বলেছেন। 'আতা (র) বলেন ঃ নাবীয এবং দুধ দিয়ে উযূ করার চাইতে তায়াম্মুম করাই আমার কাছে পসন্দনীয়।

٢٤١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ .

২৪১ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে সকল পানীয় নেশা সৃষ্টি করে, তা হারাম।

## ١٧٠. بَابُ غَسْلِ الْمَرْاَةِ اَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَقَالَ اَبُوْ الْعَالِيَةِ اِمْسَحُوْا عَلَى رِجْلِيْ فَاِنَّهَا مَرِيْضَةٌ-

১৭০. পরিচ্ছেদ ঃ পিতার মুখমণ্ডল থেকে কন্যা কর্তৃক রক্ত ধুয়ে ফেলা

আবুল আলিয়া (র) বলেন ঃ আমার পায়ে ব্যথা, তোমরা আমার পা মসেহ করে দাও।

٢٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ سَمِعَ سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَسُئِلَ النَّاسُ وَمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ اَحَدٌ بِاَيِّ شَيْءٍ دُوِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا بَقِيَ اَحَدٌ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ ، كَانَ عَلِيٌّ يَجِيْئُ بِتُرْسِهِ فِيْهِ مَاءٌ ، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ فَاُخِذَ حَصِيْرٌ فَاَحْرَقَ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ .

২৪২ মুহাম্মদ (র).....আবূ হাযিম বলেন যে, যখন আমার এবং সাহল ইব্‌ন সা'দ আস-সা'ইদী (রা)-র মাঝখানে কেউ ছিল না, তখন লোকে তার কাছে প্রশ্ন করল ঃ (উহুদ যুদ্ধে) কী দিয়ে নবী ﷺ-এর যখমের

banglainternet.com

চিকিৎসা করা হয়েছিল? তখন তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারে আমার চেয়ে ভাল জানে এমন কেউ জীবিত নেই। 'আলী (রা) তাঁর ঢালে করে পানি আনছিলেন আর ফাতিমা (রা) তাঁর মুখমণ্ডল থেকে রক্ত ধুইয়ে দিলেন। অবশেষে চাটাই পুড়িয়ে (তার ছাই) তাঁর ক্ষতস্থানে দেওয়া হল।

## ١٧١. بَابُ السِّوَاكِ -

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِتُّ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَنَّ -

## ১৭১. পরিচ্ছেদ ঃ মিসওয়াক করা

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর কাছে রাত কাটিয়েছিলাম। তখন[১] তিনি মিসওয়াক করলেন।

٢٤٣ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُولُ أُعْ أُعْ . وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ .

২৪৩ আবু'ন-নু'মান (র).....আবূ বুরদা (র)-র পিতা আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার আমি নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। তখন তাঁকে দেখলাম তিনি মিসওয়াক করছেন এবং মিসওয়াক মুখে দিয়ে তিনি উ', উ', শব্দ করছেন যেন তিনি বমি করছেন।

٢٤٤ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

২৪৪ 'উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন রাতে (সালাতের জন্য) উঠতেন তখন মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।

## ١٧٢. بَابُ دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأَكْبَرِ -

وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ مِنْهُمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِخْتَصَرَهُ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -

## ১৭২. পরিচ্ছেদ ঃ বয়সে বড় ব্যক্তিকে মিসওয়াক প্রদান করা

'আফফান (র).....ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেন ঃ আমি (স্বপ্নে) দেখলাম যে, আমি মিসওয়াক করছি। আমার কাছে দুই ব্যক্তি এলেন। একজন অপরজন

banglainternet.com

১. তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম থেকে উঠে।

থেকে বয়সে বড়। তারপর আমি তাদের মধ্যে কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মিসওয়াক দিতে গেলাম। তখন আমাকে বলা হলো, 'বড়কে দাও'। তখন আমি তাদের মধ্যে বয়সে বড় ব্যক্তিকে দিলাম।

আবূ 'আবদুল্লাহ বলেন, নু'আয়ম, ইবনুল মুবারাক সূত্রে ইবন 'উমর (রা) থেকে হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

## ١٧٣. بَابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ –

## ১৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ উযূ সহ রাতে ঘুমাবার ফযীলত

٢٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِي اِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ ، وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَ رَهْبَةً اِلَيْكَ ، لاَمَلْجَاَ وَلاَ مَنْجَاَ مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ ، اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ ، فَاِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ ، فَاَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ اٰخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ – قَالَ فَرَدَدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا بَلَغْتُ اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُوْلِكَ قَالَ لاَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ .

২৪৫ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র).....বারা ইব্ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন সালাতের উযূর মতো উযূ করে নেবে। তারপর ডান পার্শ্বে শুয়ে বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ ، وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَ رَهْبَةً اِلَيْكَ ، لاَمَلْجَاَ وَلاَ مَنْجَاَ مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ ، اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ .

"হে আল্লাহ! আমার জীবন আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। আমার সকল কাজ আপনার কাছে সোপর্দ করলাম এবং আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করলাম-আপনার প্রতি আগ্রহ ও ভয় নিয়ে। আপনি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও নাজাতের স্থান নেই। হে আল্লাহ! আমি ঈমান আনলাম আপনার নাযিলকৃত কিতাবের উপর এবং আপনার প্রেরিত নবীর উপর।"

তারপর যদি সে রাতেই তোমার মৃত্যু হয় তবে ফিতরাতে ইসলামের উপর তোমার মৃত্যু হবে। এ কথাগুলি তোমার শেষ কথা বানিয়ে নাও। তিনি বলেন, 'আমি নবী ﷺ-কে এ কথাগুলি পুনরায় শুনালাম। যখন اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ পর্যন্ত পৌঁছে وَرَسُوْلِكَ বললাম, তখন তিনি বললেন ঃ না; বরং وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ বল।

banglainternet.com